বঙ্গে শ্রীদুর্গাপূজা

ও

বলিদান

শ্রীশিবতত্ত্ব

এবং

সর্ব্বারাধ্য-তত্ত্ব

শ্রীগৌরাঙ্গমঠ

রাইপুর

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বঙ্গে শ্রীদুর্গাপূজা
ও
বলিদান
শ্রীশিবতত্ত্ব (সদাশিব ও শিব)
এবং
সর্ব্বারাধ্য-তত্ত্ব

বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
শ্রীচরণাশ্রিত
শ্রীগৌড়ীয়-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত গোস্বামী ঠাকুর-রচিত ও সঙ্কলিত
এবং
তদাশ্রিত
শ্রীগৌড়ীয়-সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি ও আচার্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবিজয় শ্রীধর মহারাজ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত

প্রথম সংস্করণ
১৪০৩ বঙ্গাব্দ

শ্রীগৌড়ীয়-সমিতি
শ্রীগৌরাঙ্গমঠ
রাইপুর, বীরভূম

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশক — ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ

টাইপসেটিং —
বলরাম সিংহ
প্রযত্নে মিকু লেজারোগ্রাফিকস্
এডি ১৮৬, সল্ট লেক সিটি
কলিকাতা ৭০০ ০৬৪

প্রাপ্তিস্থান —

১. শ্রীগৌরাঙ্গমঠ, গ্রাম + পোঃ : রাইপুর, ভায়া : বোলপুর
জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১ ২০৪

২. শ্রীভাগবত-আশ্রম, পোঃ + গ্রাম : চিনপাই
জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১ ১০২

৩. শ্রীগৌরাঙ্গমঠ, সিন্দারপট্টি, পোঃ + জেলা : পুরুলিয়া
পিন : ৭২৩ ১০১

৪. মিত্র আর্ট প্রিন্টার্স, ৩৩বি, রাজা রামমোহন রায় সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।"

নিবেদন

পরমকরুণ পরমদয়াল শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপাশীর্ব্বাদে "বঙ্গে শ্রীদুর্গাপূজা ও বলিদান" নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হইল।এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে শ্রীদুর্গাদেবী কে ?, শারদীয়া দুর্গাপূজা কখন হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ?, বলিদানের শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্য কি এবং পশু-বলিদান কি শাস্ত্রের অভিপ্রেত ?, শ্রীশিবতত্ত্বের শাস্ত্রীয় মীমাংসা এবং সর্ব্বারাধ্য-তত্ত্ব বলিতে বেদাদি শাস্ত্র ও মহাজনগণ কাহাকে উদ্দেশ করিয়াছেন তাহা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের পারমার্থিক পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গে শ্রীদুর্গাপূজা', 'সদাশিব ও শিব' প্রভৃতি প্রবন্ধ অবলম্বনে এই Pamphlet বা ক্ষুদ্র গ্রন্থটি প্রকাশিত হইল। ভক্ত ও সজ্জনগণ 'বলিদান' সম্পর্কে একটি গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য বহু দিন পূর্ব্বেই আমাকে বলিয়াছিলেন। মূলতঃ বলিদান যে অশাস্ত্রীয় বা সকল শাস্ত্রের অনভিপ্রেত — ইহা শাস্ত্র-প্রমাণ-সহ বিশেষভাবে জানাইবার জন্যই এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াস। স্নেহময় দয়ার সাগর শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসীম কৃপা ও প্রেরণায় অল্প দিনের মধ্যেই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় সুমীমাংসাযুক্ত নিরপেক্ষ বিচারমূলে এইরূপ গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত গোস্বামী ঠাকুর ছিলেন জীবন্ত শাস্ত্র বা শাস্ত্রীয় সুসিদ্ধান্তবিদ্। আমার নিজস্ব কোন কথা বা সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। সবই আমার শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীগুরুদেবের কথা বা গুরুকৃপালব্ধ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের প্রকাশ। সুতরাং এই গ্রন্থ-পাঠে নিরপেক্ষ সজ্জনমাত্রে অবশ্যই ইহার বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন, সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থের মুদ্রণের দায়িত্ব এবং গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্ণ ব্যয়ভার শ্রীযুক্ত বলরাম সিংহ মহাশয় স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। করুণাময় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে তাঁহার সেবোন্নতি ও নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা করি।

আমাদের এই যৎসামান্য সেবাপ্রচেষ্টায় কৃপাময় ইষ্টদেবগণ নিজগুণে কৃপা পূর্ব্বক প্রসন্ন হউন, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে মাদৃশ দীনজনগণের কাতর নিবেদন ও হার্দ্দী প্রার্থনা। ইতি —

শ্রীরাধাষ্টমী
৩রা আশ্বিন, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাভিক্ষু
শ্রীভক্তিবিজয় শ্রীধর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বঙ্গে শ্রীদুর্গাপূজা

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে বলিয়াছেন —

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন — "যে জগতে ব্রহ্মা অবস্থিত হইয়া গোলোকনাথের স্তব করিতেছেন, সেই জগৎ — চৌদ্দ ভুবনাত্মক 'দেবীধাম' তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'দুর্গা'; তিনি দশকর্ম্মরূপ দশভুজযুক্তা, বীর-প্রতাপে অবস্থিত বলিয়া সিংহবাহিনী, পাপদমনীরূপ মহিষাসুরমর্দ্দিনী; শোভা ও সিদ্ধিরূপ সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিক ও গণেশের জননী; ষড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা-সঙ্গিনীরূপা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তিনী; পাপদমনে বহুবিধ বেদোক্ত ধর্ম্মরূপ অস্ত্রধারিণী; কাল-শোভা-বিশিষ্টা বলিয়া সর্প-শোভিনী; এই সকল আকারবিশিষ্টা দুর্গা; সেই দুর্গা দুর্গবিশিষ্টা। 'দুর্গ'-শব্দের অর্থ কারাগৃহ; তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবিমুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহাই দুর্গার দুর্গ। কর্ম্মচক্রই তথায় দন্ড। বহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি এইরূপ শোধন প্রণালী-বিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা বা কর্ম্ম; দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীবের যখন সেই বহির্ম্মুখতা দূর হয় এবং অন্তর্ম্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই, সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্ম্মুখ ভাব দেখাইয়া কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিষ্কপট কৃপা লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, ধান্য, পুত্রের আরোগ্য প্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলিকে দুর্গার কপট-কৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশমহাবিদ্যারূপে প্রাপঞ্চিক জগতে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের জন্য "জড়ীয় আধ্যাত্মিকলীলা" বিস্তার করেন। জীব চিৎকণ-স্বরূপ। তাহার কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দোষ হইলেই তিনি মায়িক জগতে মায়ার আকর্ষণ-শক্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত

হন। বিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দুর্গা তাঁহাকে কয়েদীর পোষাকের ন্যায় পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ-ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত একটি স্থূলদেহে আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মচক্রে নিবদ্ধ করেন। জীব তাহাতে ঘূর্ণায়মান হইয়া সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত স্থূলদেহের ভিতর মন-বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ লিঙ্গদেহও দেন। জীব এক স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সেই সূক্ষ্মবৎ লিঙ্গদেহে অন্য স্থূলদেহকে আশ্রয় করেন। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা-দুর্ব্বাসনাময় লিঙ্গদেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজায় স্নান করিয়া জীব হরিধামে গমন করেন। এই সমস্ত কার্য্যই দুর্গা গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে করিয়া থাকেন।

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ।।

— এই ভাগবত বচনেই জীবের সহিত দুর্গার সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে।”

শ্রীদুর্গা চতুর্দ্দশভুবনাত্মক এই জড় জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনি সংসার-দুর্গের রক্ষয়িত্রী। ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি যোগমায়া ভগবল্লীলার সহায়কারিণীরূপে বৈকুণ্ঠে বিরাজমানা। সেই যোগমায়ার ছায়া বা অংশই এই মহামায়া ত্রিভুবন-পূজিতা দুর্গা। ইনি শ্রীহরির বহিরঙ্গাশক্তি। ইনি শাস্ত্রে বিষ্ণুমায়া, মহামায়া প্রভৃতি নামে কথিতা। দুর্গা ভগবদ্বিমুখ জনগণকে মোহিত করিয়া এই দুঃখপরিপূর্ণ জগতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন — “বিষ্ণুমায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।” যাঁহারা সাধুসঙ্গে ভগবানের ভজনা করেন, শ্রীদুর্গাদেবী তাঁহাদিগকে এই সংসার হইতে নিষ্কৃতি দেন। নতুবা কামী পূজকগণকে ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ অনিত্যসুখ দিয়া বঞ্চনা করিয়া থাকেন। ইনি নিত্যকাল ভগবদধীনা। ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত মায়াকে জয় করা অসম্ভব। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন —

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।। (গীঃ ৭।১৪)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন — আমারই শক্তি এই দৈবী গুণময়ী মায়া দুরতিক্রমণীয়া; তথাপি যাঁহারা একমাত্র আমাকেই ভজন করেন, তাঁহারা এই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন।

শ্রীদুর্গাদেবীর অভ্যুত্থান সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মখণ্ডে সেতুমাহাত্ম্যে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে — ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বরপ্রাপ্ত হইয়া মহিষাসুর যখন

দেবগণকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল, তখন দেবগণের সহিত ব্রহ্মা হরিহরের নিকট গমন করিয়া দেবগণের দুর্দ্দশার কথা নিবেদন পূর্ব্বক আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। মহিষাসুরের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া হরিহর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার কোপজ্বলিত শ্রীমুখ হইতে মহাতেজ নিষ্ক্রান্ত হইল এবং সকল দেবের দেহ হইতেও তেজ নির্গত হইল। সেই ভিন্ন ভিন্ন তেজ সমস্ত একত্র হইয়া সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গা আবির্ভূতা হইলেন। বিষ্ণুর তেজে দেবীর বাহুযুগল এবং শম্ভুর বদন-নিঃসৃত তেজে দেবীর মুখমন্ডল হইল। দেবগণ স্ব-স্ব আয়ুধ হইতে শূলাদি তাঁহাকে দান করিলেন। দেবীর অট্টহাস্যে ও ভৈরব নাদে সকল জগৎ চঞ্চল হইল। তখন দেব, গন্ধর্ব, মুনি সকলে অসুর হইতে ত্রাণ নিমিত্ত সেই সিংহবাহিনী দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী সমস্ত দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া মহিষাসুরের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অনেক সংগ্রামের পর কোপাবিষ্টা দেবী পাদদ্বারা মহিষাসুরের মস্তক আক্রমণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শূলাঘাতে তাহার কণ্ঠ বিদারণ করিলেন ও মহাঅসিপ্রহারে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন দেবতাগণ সানন্দে দেবীকে স্তবের দ্বারা তুষ্ট করিলেন।

এই স্তব-পূজা কেবল কামনা সিদ্ধির জন্য — দেবীর সহায়তা পাইবার জন্য, ইহাতে পারমার্থিক কোন কথা নাই। নিষ্কিঞ্চন-ভগবৎ-পরায়ণ সজ্জনগণ এইরূপ পূজাদিতে সময়ক্ষেপ না করিয়া ঐকান্তিকভাবে নিরন্তর ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত থাকেন।

স্বারোচিষ মন্বন্তরে (চৈত্র-বংশে সমুদ্ভূত) রাজ্যভ্রষ্ট 'সুরথ' রাজা ও স্বজন পরিত্যক্ত 'সমাধি'- নামক বৈশ্যের সময় হইতে দুর্গাপূজা পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়াছে। রাজা সুরথ দেবীর আরাধনা করিয়া পুনরায় রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন এবং দেবী সমাধি নামক বৈশ্যকে জ্ঞান লাভ হইবে বলিয়া বর প্রদান করিলেন।

শরৎকালে এই দুর্গাপূজা অকাল-পূজা বা বোধন বলিয়া খ্যাত। কারণ দুর্গাপূজা বা বোধনের প্রকৃত সময় চৈত্রমাস, যে সময় বাসন্তী পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু কল্পনাপ্রিয় ব্যক্তিগণ বলেন — শরৎকাল যুদ্ধজয়ের পক্ষে উপযুক্ত কাল বলিয়া রামচন্দ্র রাবণ-বধার্থ এই অসময়ে দুর্গাদেবীর বোধন করিয়াছিলেন। এরূপ ইতিহাস শ্রীরামচন্দ্রের পরম প্রামাণিক গ্রন্থ বাল্মীকি-কৃত মূল রামায়ণে নাই।

শাস্ত্র বলেন —

আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ।
কর্ত্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সার্ধং সর্বত্র বিজয়ার্থিনা॥
সীতা দৃষ্টেতি হনূমদ্বাক্যং শ্রুত্বাকরোৎ প্রভুঃ।
বিজয়ং বানরৈঃ সার্ধং বাসরেঽস্মিন্ শমীতলাৎ॥

(হঃভঃবিঃ ১৫।৬৬১, ৬৭২)

আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী তিথিকে বিজয়া-দশমী বলে। কারণ এই দিনে উৎসব করিয়া যাত্রা করিলে যুদ্ধে ও সকল কার্য্যে জয়লাভ হইয়া থাকে। তাই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র 'আমি সীতাকে দর্শন করিয়াছি' — হনূমানের মুখে এই কথা শুনিয়া ঐ দিন বিজয়োৎসব করতঃ বানর-সৈন্যসহ রাবণ-বধার্থ শমীবৃক্ষতল হইতে লঙ্কাভিমুখে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। এইজন্য এই দশমীকে বিজয়াদশমী বলে।

এখন প্রশ্ন — বঙ্গদেশে শরৎকালে দুর্গাপূজা কখন হইতে প্রচলিত হইল?

তদুত্তর এই যে — পাঁচশতেরও কিছু অধিক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে শরৎকালে দুর্গাপূজা একেবারেই ছিল না। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহীরপুরের রাজা কংসনারায়ণ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম শরৎকালে এই দুর্গোৎসব বিশেষভাবে বঙ্গদেশে প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে শরৎকালে দুর্গাপূজার কথা বিশেষ কেহ জানিত না। তবে বসন্তকালে চৈত্রমাসে বঙ্গদেশে কদাচিৎ কেহ বাসন্তীপূজা অর্থাৎ দুর্গাপূজা করিতেন, শুনা যায়।

কংসনারায়ণ শরৎকালে দুর্গাপূজা করিলে তাহার অনেক পরে শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া-নিবাসী শাক্ত ব্রাহ্মণ কৃত্তিবাস শরৎকালে দুর্গাপূজা সম্বন্ধে নিজরচিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে একটী মনঃকল্পিত কথা প্রচার করেন যে —'ভগবান্ রামচন্দ্র রাবণবধ করিবার জন্য শরৎকালে লঙ্কায় দুর্গাপূজা করিয়া শক্তিলাভ করতঃ রাবণকে বধ করিয়াছিলেন।'

বাল্মীকি রামায়ণে বা অন্য কোন শাস্ত্রে শরৎকালে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার কথা পাওয়া যায় না।

ঘোর শাক্ত কৃত্তিবাস আরও প্রচার করিয়াছিলেন যে — রাবণকে জয় করিয়া আশ্বিনী শুক্লা দশমীতে ভগবান্ রামচন্দ্র দেশে ফিরিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে বিজয়াদশমী বলে।

এইজন্য শাক্ত ব্রাহ্মণগণ কৃত্তিবাসের কথাটী বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং ইহা যে মনঃকল্পিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই সব কারণে আমরা বিজয়াদশমী নাম কেন হইল — তাহা শাস্ত্র হইতে দেখাইলাম।

বঙ্গদেশে শরৎকালে দুর্গাপূজার কথা কিভাবে প্রচারিত হইল তাহা এখানে দেওয়া হইতেছে। যথা— রাজা কংসনারায়ণ সম্রাট্ আকবরের সময় বঙ্গদেশের দেওয়ান ও সুবাদার ছিলেন। তাহাতে তিনি বহু অর্থ, সম্পত্তি ও রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন; পরে রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বারেন্দ্র-সমাজের ব্রাহ্মণদিগের নেতা হইয়া সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হন। এইজন্য তিনি বাঙ্গলাদেশে একজন বিশেষ সমাজপতি বলিয়া পরিগণিত হন। একদা তিনি দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ পন্ডিতকে আহ্বান করিয়া একটী মহাযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। পন্ডিতগণ সমবেত হইয়া নানাপ্রকার বিচার করিতে থাকেন। নাটোরের নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহিরপুর রাজাদের পুরোহিত ছিলেন। এই পুরোহিত গোষ্ঠীর শ্রীরমেশ শাস্ত্রী তৎকালে বাঙ্গলা ও বিহারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পন্ডিত ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা করেন — "বিশ্বজিৎ যজ্ঞ, রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ ও গোমেধ যজ্ঞ — এই চারিটি যজ্ঞ মহাযজ্ঞ নামে কথিত। বিশ্বজিৎ যজ্ঞ ও রাজসূয় যজ্ঞ করিতে সার্ব্বভৌম রাজারই যথার্থ অধিকারী; অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞ করা কলিতে নিষিদ্ধ। এই যজ্ঞ-চতুষ্টয় ক্ষত্রিয়ের জন্যই প্রসিদ্ধ। উহা ব্রাহ্মণের করা কর্ত্তব্য নহে। বহু পূর্ব্বে বসন্তকালে রাজা সুরথ চৈত্রমাসে দুর্গার পূজা করিয়া চতুর্বর্গ ফল লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজা কংসনারায়ণ বর্ত্তমানকালে অর্থাৎ শরৎকালে দুর্গাপূজা করিতে পারেন। তাহা হইলে স্বর্গাদি ফল লাভ করিবেন।" সমাগত পন্ডিতগণ তাঁহার এই মতে সম্মতি প্রদান করিলে তদনুসারে রাজা কংসনারায়ণ সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালাদেশে শরৎকালে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। আধুনিক দুর্গাপূজা সেই শ্রীরমেশ শাস্ত্রীরই প্রবর্ত্তিত।

বলিদান

"বলিঃ পূজোপহারঃ।" পূজার উপহার বা নৈবেদ্যাদিকেই 'বলি' বলা হয়। বলিঃ — "দেবতোদ্দেশেন যথাবিধি পূজোপহারত্যাগঃ।"অর্থাৎ দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া যথাবিধি পূজার উপহার নৈবেদ্যাদি দানই 'বলি' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য। অমরকোষে দেখা যায় — করোপহারয়োঃ পুংসি বলিঃ।' অর্থাৎ রাজার কর ও উপহারকে বলি কহে।

পঞ্চোপাসকগণের পক্ষে দুর্গাপূজা মহাপূজা নামে অভিহিতা। যথা —

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী। [চণ্ডী ১২।১২]

শারদীয়া মহাপূজা চতুঃ কর্ম্মময়ী শুভা।

তাং তিথিত্রয়মাসাদ্য কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা বিধানতঃ।। [লিঙ্গপুরাণ]

শরৎকালীন দুর্গাপূজাকে মহাপূজা বলে। এই পূজা স্নপন বা মহাস্নান, পূজন, বলিদান ও হোম — এই কর্ম্মযুক্ত চারিটি মঙ্গলদায়িনী। সপ্তমী প্রভৃতি তিনটি তিথি অবলম্বন করিয়া ভক্তির সহিত যথাবিধি শ্রীদুর্গার ঐ মহাপূজা সম্পন্ন করিবে।

এইসব বচনানুযায়ী উক্ত উপাসকগণ বলেন যে — দুর্গাপূজায় বলিদান করিতে হয়; নচেৎ একটি অঙ্গের আচরণের অভাবে মহাপূজাত্ব হানি হয়। শুধু তাহাই নয়, মৎস্য-মাংস-ভোজনলোলুপ শাক্তগণ আরও বলেন যে — 'পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ' ইত্যাদি চণ্ডীর বাক্যে পশুবলি দিবারই বিধি রহিয়াছে। সুতরাং দেব-দেবীর পূজায় পশুবলিদান বৈধ বা শাস্ত্রসম্মত। বিশেষতঃ স্বধর্ম্মপরায়ণ বহু হিন্দুই ধর্ম্মভীরু ও শাস্ত্রবিষয়ে অনভিজ্ঞ। তাঁহারা শাক্তদের ঐসব কথায় ভ্রম বা সংশয়ে পড়িয়াই অন্তরে ব্যথা অনুভব করিয়াও পূজায় বলিদান ও দেবীর প্রসাদরূপে তাহা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ঐ ভ্রম সংশোধন ও কল্যাণার্থ পরমকরুণ পরমদয়াল শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গল ইচ্ছা ও প্রেরণায় এই দীন নগণ্য প্রভুকিঙ্করের 'বলিদান' সম্পর্কে গুরুমুখে শ্রুত বিষয়ের লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশের ইচ্ছা হওয়ায় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

পরমকরুণাময় বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাঁহার ভজননিষ্ঠ ভক্তগণের ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া থাকেন। ভগবান্‌কে ভুলিয়া মায়াবদ্ধ হইয়া সকল ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য ভগবদ্দাস জীবও নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ দেহ লাভ করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মে ব্রতী হইয়া থাকে।

মর্ত্ত্যলোকে প্রাপ্তজন্ম জীবগণের মধ্যে মানবজাতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ একমাত্র শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মানবগণই স্বর্গাদি উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হইতে পারে। আবার স্বসুখবাঞ্ছার ফলে অশুভ পাপজনক কার্য্যের দ্বারা নরকাদি লাভও করিতে পারে। কিন্তু পশু জাতির সে বালাই নাই। ভগবৎ-সৃষ্ট মানবগণ পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশে বিভিন্ন প্রকৃতির শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন এবং নিজ নিজ শ্রদ্ধানুরূপ গুণসম্পন্ন দেবদেবীর পূজায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে গীতায় [১৭।২-৪] ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন —

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।।
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।।
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগনাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।।

অর্থাৎ মানবগণের দেবতাপূজাদিতে যে শ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়, তাহা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে তিন প্রকার জানিবে। ইহা তাহাদের স্বভাবজাত অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মান্তরীয় সংস্কার-জাত। সেই ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বিষয় শ্রবণ কর। হে অর্জ্জুন! সকলের শ্রদ্ধা নিজ নিজ সত্ত্ব বা অন্তঃকরণ অনুযায়ী হয়। যিনি প্রকৃতির যেরূপ গুণের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেইরূপ শ্রদ্ধাবান্। সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ সত্ত্ব-প্রকৃতি-দেবগণের পূজা করিয়া থাকেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ রজঃ-প্রকৃতির যক্ষ-রাক্ষসাদির পূজা করেন এবং তামসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তমঃ-প্রকৃতিযুক্ত প্রেত ও ভূতগণের পূজা করিয়া থাকেন।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে দুর্গোৎসব-প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও দেখা যায় —

শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।।
সাত্ত্বিকী জপ যজ্ঞাদ্যৈ নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতম্।।
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনা প্রিয়ে।
দেবীসূক্ত জপশ্চৈব যজ্ঞোবহ্নিষু তর্পণম্।।

রাজসী বলিদানেন নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা।।
সুরামাংসাদ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনা তু যা।
বিনামন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানাঞ্চ সম্মতা।।

অর্থাৎ শারদীয়া দুর্গাপূজা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক — এই ত্রিবিধ রূপেই কথিত হয়; তাহা শ্রবণ কর। সাত্ত্বিকী পূজা জপ, হোম ও নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। পুরাণাদিতে ভগবতীর যে মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করাই জপ। দেবীচরণে তন্মনস্ক হইয়া উহা পাঠ করিবে। দেবীসূক্তপাঠকেও জপ বলা হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতিদানই যজ্ঞ নামে কথিত। পশুঘাত পূর্ব্বক আমিষযুক্ত নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজাই রাজসী পূজা এবং কিরাতগণের অনুষ্ঠিত জপ, যজ্ঞ ও মন্ত্রাদি-বিহীন সুরা ও মাংসাদিসহ পূজাই তামসী পূজা নামে অভিহিত।

এই সকল পুরাণ-বচন পর্য্যালোচনায় দেখা যায় — সাধারণতঃ পূজায় পূজকের রুচি বা গুণভেদ ত্রিবিধ প্রকার থাকিলেও সাত্ত্বিকী পূজাই সর্ব্বপূজাশিরোমণি।

মায়াসৃষ্টদেহধারী মানবমাত্রেই মায়ার ত্রিগুণযুক্ত। তবে যাহার সত্ত্বগুণ প্রধান অর্থাৎ যাহার অর্দ্ধাংশ সত্ত্বগুণ এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ রজস্তমো-গুণ তাহাকেই সাত্ত্বিক বলা যায়। এই সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত পূজাই সাত্ত্বিকী পূজা। সেইরূপ রজোগুণপ্রধান রজোগুণীকৃত পূজা রাজসী এবং তমোগুণপ্রধান তমোগুণীকৃত পূজাই তামসী পূজা। গীতায় ভগবান্ নিজে অর্জ্জুনকে সত্ত্বাদিগুণযুক্তগণের পূজার ফলভেদ বর্ণন করিয়াছেন। যথা —

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ।। [গীতা ১৪।১৮]

অর্থাৎ যাহাদের সত্ত্বগুণ প্রধান তাহারা উর্দ্ধে (স্বর্গাদি হইতে উত্তরোত্তর উর্দ্ধলোকে) গমন করে; রজোগুণী ব্যক্তিগণ মধ্যলোকে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে অবস্থান করে এবং ঘৃণ্য তমোগুণী তামসিক ব্যক্তিগণ নরকাদি নিম্নতর লোকে গমন করে।

এই ভগবদ্বাক্যেও জানা যাইতেছে যে — যিনি যে গুণযুক্ত হন, তিনি সেইরূপ গুণযুক্ত দেবতার পূজাটিও নিজগুণের অনুরূপ ভাবেই সম্পন্ন করেন। তাহার ফলে ভুক্তি, মুক্তি, স্বর্গ ও নরকাদি যথাযোগ্যভাবে লাভ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে [প্রকৃতিখণ্ড ৬৪।৪৩-৪৯] এক দুর্গাপূজারই ত্রিবিধত্ব বর্ণন করিয়া বৈষ্ণবী-(যোগমায়া) রূপা দুর্গার সাত্ত্বিকী পূজায় সত্ত্বগুণসম্পন্ন বৈষ্ণবগণ

বৈষ্ণবীর বরে গোলোকে গমন করেন, বলিয়াছেন। আবার রজোগুণী শাক্তাদি জনগণ ঐ দুর্গারই অংশভূতা মাহেশ্বরীরূপা মহামায়ার বলিদানাদিরূপ পূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রাকৃতিক লয়ে বিনাশশীল অনিত্য কৈলাসপর্ব্বতে গমন করেন। আর যদি ঐ বলিদানাদিরূপ পূজায় বলিবিঘ্নাদি ঘটে তবে সুফলপ্রাপ্তি ত' দূরের কথা, সবংশে বিনাশই হইয়া থাকে।

'তারা প্রদীপে'র দ্বিতীয় পটলে উক্ত আছে —

সাধকো জীব হত্যাঞ্চ কদাচিন্নৈব কারয়েৎ।
ইক্ষুদণ্ডঞ্চ কুষ্মাণ্ডং তথা রম্ভাফলানি চ॥
পিণ্ডক্ষীরৈঃশালিচূর্ণৈঃ পশুং কৃত্বা দদেৎ বলিম্।
তত্তৎ ফলবিশেষেণ তৎপশুং কল্পয়েৎ সদা॥

অর্থাৎ, সাধক কদাচিৎ জীবহত্যা করিবে না। যদি বিশেষ ফলোদ্দেশে বলিদান একান্ত কর্ত্তব্য মনে করেন, তবে ইক্ষুদণ্ড, কুষ্মাণ্ড, রম্ভাদি সুমিষ্ট ফল বলিদান করিবে অথবা ক্ষীরপিণ্ড ও শালি তণ্ডুলচূর্ণ প্রভৃতি দ্বারা নিজাভীষ্ট পশুর আকৃতি নির্ম্মাণক্রমে বলি প্রদান করিবে।

কালিকা পুরাণেও উক্ত আছে; যথা —

কুষ্মাণ্ডমিক্ষুদণ্ডঞ্চ মদ্যামাসব এব চ।
এতে বলি সমাঃ প্রোক্তাস্তৃপ্তৌ ছাগসমাঃ স্মৃতাঃ॥

কুষ্মাণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, মদ্য ও মধু — এই সকল বলিদান করিলে ছাগবলির তুল্য ফল ও দেবতার তৃপ্তি উভয়ই লাভ হয়। তবে 'মদ্যমপেয়মদেয়মণিগ্রাহ্যম্' এই উশনোক্ত বাক্যদ্বারা মদ্যকে অদেয় বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং কেহ কেহ বলেন যে — দুর্গাপূজায় বলিদান করিতে হয়, নতুবা চতুরঙ্গের মধ্যে একটি অঙ্গের আচরণের অভাবে মহাপূজাত্ব হানি হয়; তজ্জন্য বৈধ বলিতে দোষ নাই। মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের সংশয় নিরসনের জন্য আমরা বলি— উপরি উক্ত কালিকাপুরাণাদির বচনসমূহের তাৎপর্য্যে জানা যাইতেছে যে, পশুঘাতন ব্যতীতও ইক্ষুদণ্ডাদি দ্বারাই ছাগবলির ফল লাভ ও শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা হয়। অতএব নিজ নিজ উদর-পূর্ত্তির জন্য পশুহিংসায় কি প্রয়োজন? তাহাতে বরং নরকপাতাদিরূপ অধঃপতনই হইবে।

এই সমস্ত বিভিন্ন শাস্ত্রপ্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ সমাংসরুধির-দানরূপ অঙ্গহানির প্রশ্ন উঠান, তাহা হইলে তাহার প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলেন —

প্রধানস্যাক্রিয়া যত্র সাঙ্গং তৎ ক্রিয়তে পুনঃ।
তদঙ্গস্যাক্রিয়ায়ান্তু নাবৃত্তির্ন চ তৎক্রিয়া।। [শ্রাদ্ধতত্ত্ব-ছন্দোগ-বচন]

অর্থাৎ প্রধান কার্য্য যদি কোনও বিঘ্নাদিতে বাদ পড়ে, তবে সর্ব্বাঙ্গের সহিত পুনরায় তাহা সম্পন্ন করিতে হয়, আর প্রধান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে দুই একটি অঙ্গের অনুষ্ঠান না হইলেও পুনরায় তাহার (সেই অঙ্গের) আবৃত্তি বা সেই প্রধান ক্রিয়া করিবার প্রয়োজন হয় না।

শ্রাদ্ধতত্ত্বে সপিণ্ডীকরণ-প্রসঙ্গে ধৃত ছন্দোগ-পরিশিষ্টের এই বচনানুযায়ী সিদ্ধান্ত এই যে — মহাপূজার চারিটি কার্য্যমধ্যে প্রধান কার্য্য বা অঙ্গী দুর্গাপূজা। স্নান, বলিদান ও হোম তাহার অঙ্গ এবং সমাংসরুধির দানটি বলিদানরূপ অঙ্গেরও অঙ্গস্থানীয়। সুতরাং বলিদান কার্য্যটি ইক্ষুদণ্ডাদি দ্বারা সম্পন্ন হইলে সমাংসরুধির দানরূপ সামান্য অঙ্গের বিনা অনুষ্ঠানেও পূজাফল লাভ হইবেই। এই সামান্য একটি অঙ্গ রক্ষার্থ নৃশংসভাবে পশুহত্যা করা শুধু দেবতা পূজার অজুহাতে নিজ নিজ জিহ্বা-লালসা পূর্ণ করা ভিন্ন পরমার্থ কিছুই নাই। ইহা মূলতঃ অপস্বার্থ চরিতার্থতা বা সিদ্ধির প্রচেষ্টা এবং শাস্ত্রের অনভিপ্রেত বলিয়া অশাস্ত্রীয় বা শাস্ত্রবিরূদ্ধ কার্য্য।

বৈধহিংসা শ্রুতি-পুরাণাদির অনুমোদিত বলিয়া প্রতিনিধি বা অনুকল্প ইক্ষু-কুষ্মাণ্ডাদি গ্রহণ করিতে শাক্তগণের অনিচ্ছা ও আপত্তি দেখা যায়। এতদনুকূলে তাঁহারা **ভবিষ্যপুরাণ** হইতে বলেন; যথা —

অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেষাণাঞ্চ তথা বধাৎ।
প্রীণয়েদ্বিধিবদ্দুর্গাং মাংসশোণিততর্পণৈঃ।।
তথা — স্বমেকমৈকং বরদা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা।
রুধিরেণোরণস্যেহ তর্পিতা বিধিবন্নৃপ।।
অজস্য দশবর্ষাণি রুধিরেণ সুতর্পিতা।
মাহিষেণ শতং বীর তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা।।
সহস্রং তৃপ্তিমাপ্নোতি স্বদেহরুধিরেণ চ।
তর্পিতা বিধিবদ্দুর্গা ভীত্বা বাহূরুজঙ্ঘকম্।।

নারেণ শিরসা বীর পূজিতা বিধিবন্নৃপ।
তৃপ্তা ভবেল্লক্ষশং দুর্গা বর্ষাণাং লক্ষমেব তু॥

অর্থাৎ ছাগপশু, মহিষ ও মেষ বলিদ্বারা বিধিবৎ দুর্গাপূজা করতঃ সমাংস-রুধির-তর্পণাদির দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিবে। হে নৃপ! মেষ বলি ও তাহার রুধিরের দ্বারা বিধিবৎ তর্পিতা বরদা দুর্গাদেবী এক বৎসরব্যাপী তৃপ্তিলাভ করেন। ছাগপশু ও তাহার রুধিরদ্বারা তর্পিতা হইলে দশবৎসরব্যাপী তৃপ্তি এবং মহিষ বলিদ্বারা শতবৎসরব্যাপী তৃপ্তি লাভ করেন। স্বদেহরুধিরের দ্বারা সহস্র বৎসরব্যাপী তৃপ্তি লাভ হয়। অতএব বিধিবৎ নিজের বাহু, উরু কিম্বা জঙ্ঘা ছেদন করিয়া সেই রুধির দান করিবে। হে বীর, হে নৃপ, নরশিরের (নরবলির) দ্বারা বিধিবৎ দুর্গা দেবী পূজিতা হইলে, লক্ষবর্ষব্যাপী তাঁহার অতীব তৃপ্তি হইয়া থাকে। **কালিকাপুরাণে** দেখা যায় —

মহামায়ে জগন্মাতঃ সর্ব্বকাম-প্রদায়িনি।
দদামি দেহরুধিরং প্রসীদ বরদা ভব॥
ইত্যুক্ত্বা মূলমন্ত্রেণ নতিপূর্ব্বং বিচক্ষণঃ।
স্বগাত্ররুধিরং দদ্যান্মানবঃ সিদ্ধসন্নিভঃ॥

হে জগন্মাতা, হে মহামায়া, সর্ব্বভোগপ্রদানকারিণী, আমি তোমাকে নিজ দেহরুধির দান করিতেছি; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজগাত্ররুধির দান করিবে। ঐ রুধির দানে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

উক্ত ভবিষ্যপুরাণ-বচনে পুনঃ পুনঃ 'বীর', 'নৃপ' ইত্যাদি সম্বোধন পদদ্বারা উক্ত বলি-বিধান ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়াদি জাতির সকাম রাজসিক পূজা সম্বন্ধেই জ্ঞাপিত হইতেছে। বিষয়ে প্রগাঢ় মমত্ব-হেতু তন্নাশে দুঃখিত সমাধি নামক বৈশ্য ও রাজ্যভ্রষ্ট সুরথ রাজার পূজা প্রসঙ্গেও চণ্ডীতে দেখা যায়। যথা —

তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।
অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥ [চণ্ডী ১৩।১০-১১]

অর্থাৎ, সুরথ রাজা বৈশ্যের সমভিব্যাহারে সেই নদীতীরে দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি

নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্পধূপাদির দ্বারা পূজন, অগ্নিতে ঘৃতাহুতিদ্বারা হোম সম্পাদন করতঃ তিন বৎসর যাবৎ পূজা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাহারা কখনও নিরাহারী, কখনও বা (ফল-মূলাদি দ্বারা) সংযতাহারী হইয়া তন্মনস্ক ও সংযতেন্দ্রিয় থাকিতেন এবং নিজ নিজ গাত্রের রক্ত বলিরূপে উপহার দিয়াছিলেন।

সুরথ রাজার লক্ষ বলিদান বিষয়ক একটী উপাখ্যান শ্রৌত পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। এতৎ সম্বন্ধে **উর্দ্ধাম্নায় সংহিতাতেও** দেখা যায় —

ছাগং যো হন্তি তং হন্তি ছাগোভূত্বা চ খড়্গভৃৎ।
সুরথং পরলোকে হি পশবো জঘ্নুরিত্যুত॥

যে ছাগকে হনন করে, ছাগও পরজন্মে খড়্গধারী হইয়া তাহাকে বধ করে। 'বলি'-প্রদত্ত সমুদয় পশুই পরলোকে সুরথ রাজাকে হনন করিয়াছিল। সংহিতার এই বচন অনুসারে সুরথ রাজা লক্ষ 'বলি' দিয়া পূজা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হইলেও পরিণামের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় ভগবতীর বর ও সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও সুরথ রাজা পশুঘাতনরূপ পাপের ফল হইতে নিষ্কৃতি পান নাই; পরন্তু তিনি তৎ ফলভোগের জন্য নরকে গমন করিয়া সেই সব পশুর অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পশু বলিদানের এইরূপ পরিণতি নারায়ণ ঋষিও শ্রীদুর্গাপূজার ফল ও কালাদিবর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন —

বলিদানেন বিপ্রেন্দ্র দুর্গাপ্রীতির্ভবেন্নৃণাম্।
হিংসাজন্যঞ্চ পাপঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ [ব্রঃবৈঃপুঃ ৬৫।১০]

অর্থাৎ, হে নারদ! বলিদানসহ শ্রীদুর্গাপূজা করিলে ভগবতী দুর্গাদেবী প্রীত হন সত্য কিন্তু জীব-হত্যা-জনিত পাপও হইয়া থাকে এবং এই পাপের ফল পূজককে ভোগ করিতেই হইবে, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

যত্র সিংহস্য ব্যাঘ্রস্য নরস্য বিহিতো বধঃ।
ব্রাহ্মণোক্তস্তু বল্যাদৌ তত্রায়ং বিহিতঃ ক্রমঃ॥
কৃত্বা ঘৃতময়ং ব্যাঘ্রং নরং সিংহঞ্চ ভৈরব।
অথবা পুপবিকৃতং যবক্ষোদময়ঞ্চ বা।
ঘাতয়েচ্চন্দ্রহাসেন তেন মন্ত্রেণ সংস্কৃতম্॥

[কালিকা পুঃ ৬৭।৩২-৫৫]

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ নিজগাত্ররুধির দান করিলে আত্মহত্যারূপ পাপভাগী হয়। মদ্য দান করিলে ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়। যে যে স্থানে সিংহ, ব্যাঘ্র বা নরবলির বিধি আছে সেই সেই স্থলে ব্রাহ্মণের পক্ষে নিম্নলিখিত ক্রম জানিবেন। হে ভৈরব! বলির প্রতিনিধি ঘৃতময় ব্যাঘ্র, নর বা সিংহ নির্ম্মাণ করিয়া অথবা ঘৃতময় পিষ্টক বা যবচূর্ণের দ্বারা ব্যাঘ্র, মনুষ্য বা সিংহ নির্ম্মাণক্রমে পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা তাহার সংস্কার পূর্ব্বক চন্দ্রহাস (খড়্গ) দ্বারা ছেদন করিবে। উক্ত প্রমাণ হইতে বোঝা যায় ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্য-মাংস-রুধিরাদির দ্বারা দেবীপূজা নিষিদ্ধ। কোনও ব্রাহ্মণ রজস্তমোগুণে অভিভূত হইয়া যদি বলিদান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে পিষ্টক নির্ম্মিত প্রতিনিধি দ্বারা ঐরূপ বলিদান করিতে পারেন। সুতরাং বৈধ হিংসাও তাঁহার পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণও স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়। যথা —

বৈধ-হিংসা ন কর্ত্তব্যা বৈধ-হিংসা তু রাজসী।
ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্ত্বিকা মতাঃ॥

[শ্রাদ্ধ-বিবেক-টীকা-কৃদ্ গোবিন্দানন্দধৃত বৃহন্মনু-বচন]

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের বৈধহিংসা করাও কর্ত্তব্য নহে। বৈধহিংসা রজোগুণীর রাজসিক কার্য্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা কখনও কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু তাঁহারা সাত্ত্বিক বলিয়াই নির্ণীত হন; সাত্ত্বিকগুণ ব্যতীত কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না।

উক্ত কালিকা পুরাণে ব্রাহ্মণের স্বগাত্ররুধির দান — আত্মহত্যাতুল্য বলাতে জানা যাইতেছে — ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকভাবে পূজাই প্রশস্ত। তবে যদি কেহ কামনা-বাসনার দাস হইয়া রাজসিকভাবে বলিদানাদিসহ পূজা করেন তথাপি স্বগাত্ররুধির দিবেন না।

"বলিদানেন সততং জয়েচ্ছত্রূন্ নৃপান্নৃপঃ"। [কালিকা ৬৭]

অর্থাৎ, ক্ষত্রিয় রাজা নিত্য বলিদান করিয়া শত্রুরাজগণকে জয় করিবে।

"বলিং দদ্যাৎ নরাধিপঃ॥" [কালিকা ৬৭।৪৯]

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রাজা বলি দান করিবে।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও দেখা যায় —

আলম্ভযজ্ঞাঃ ক্ষত্রাশ্চ হবির্যজ্ঞা বিশঃ স্মৃতাঃ।
পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাস্তু তপোযজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ ॥ [শান্তি পঃ ২৩১]

উক্ত শ্লোকের নীলকণ্ঠ-টীকা — 'আলম্ভঃ — পশুহিংসা, হবির্ব্রীহ্যাদিকং পরিচারস্ত্রৈবর্ণিকসেবা, তপোব্রহ্মোপাসনম্'।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রহ্মোপাসনাই যজ্ঞ, দেবগণের তৃপ্তি সাধনার্থ পশু হিংসাই ক্ষত্রিয়গণের যজ্ঞ, দেবদ্বিজের তৃপ্তি-সাধনোদ্দেশে শস্যোৎপাদন করাই বৈশ্যগণের যজ্ঞ এবং এই তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্র জাতির যজ্ঞ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীচণ্ডীতে শ্রীদুর্গাদেবী, মা কালী প্রভৃতিকে বৈষ্ণবীশক্তি বলিয়াছেন। যথা— '*ত্বং বৈষ্ণবী-শক্তিরনন্তবীর্য্যা*' [চণ্ডী ১১।৪] অর্থাৎ 'অনন্ত শক্তিবিশিষ্টা তুমি — বৈষ্ণবীশক্তি।' সুতরাং পশুবলি বিষ্ণুশক্তি বা বৈষ্ণবী মা দুর্গা, মা কালী প্রভৃতি দেবীগণের কখনই অভিপ্রেত হইতে পারে না।

শ্রীচণ্ডীতে বৈকৃতিক রহস্যে ২৯-৩০ শ্লোকে পশুবলি বা মদ্য-মাংসাদির দ্বারা পূজাকে বিশেষভাবে গর্হণ করিয়াছেন। যথা — "*রুধিরাক্তেন বলিনা মাংসেন সুরয়া নৃপ। বলিমাংসাদিপূজেয়ং বিপ্রবর্জ্যা ময়েরিতা ॥ তেষাং কিল সুরামাংসৈর্নোক্তা পূজা নৃপ ক্বচিৎ। প্রণামাচমনীয়েশ্চ চন্দনেন সুগন্ধিনা ॥*" অর্থাৎ হে মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ বলি-মাংসাদি যুক্ত পূজা করিবেন না। তাঁহারা প্রণাম, আচমনীয় (আচমনের জল), সুগন্ধি, চন্দন প্রভৃতির দ্বারা ভক্তির সহিত পূজা করিবেন।

এখন আরও বিচার করা যাউক — বেদের ভাষ্যরূপে সমস্ত পুরাণ-উপপুরাণ রচিত হইলেও তাহা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিনভাগে বিভক্ত। সাত্ত্বিক কোনও পুরাণে বলিবিধান দেখা যায় না। বরং ভূয়োভূয়ঃ নিষেধই দেখা যায়। রাজসিক ও তামসিক জনগণের জন্য বিরচিত রাজসিক বা তামসিক পুরাণেই বলিবিধান দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বদর্শিত **ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ভবিষ্য, মার্কণ্ডেয়, কালিকাপুরাণ** প্রভৃতির কতকগুলি রাজস ও কতকগুলি তামস বলিয়াই তাহাতে রাজসিক ও তামসিকজনের সাময়িক উপাদেয় বলিদান বিধি কথিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই রাজসিক-তামসিক বিধি লঙ্ঘন করতঃ সাত্ত্বিকভাবে পূজা করাই বেদের বা পুরাণের তাৎপর্য্য।

স্মার্ত্তগণ শাস্ত্র-বহির্ভূত হইয়া বলিতে চাহেন —

শারদীয়া দুর্গাপূজা অকালে ব্রহ্মার প্রদত্তবিধি-অনুসারে রাবণকে বধ করার জন্য সর্ব্বপ্রথমে নাকি শ্রীরামচন্দ্রই করিয়াছিলেন। কিন্তু বাল্মিকীকৃত মূল রামায়ণে উহা কোথাও দেখা যায় না। এমন কি, পরবর্ত্তীকালের তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' গ্রন্থেও ঐরূপ অসঙ্গত প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ নাই। সুতরাং *"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণাবোধো দেব্যাস্তয়ি কৃত পুরা॥"* ইত্যাদি বোধন-পাঠ্য যে মন্ত্র রহিয়াছে, তাহা কোনও শাক্ত-পণ্ডিত বিরচিত প্রক্ষিপ্ত বাক্য বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, শ্রীরামচন্দ্র নিজে ঐরূপ ক্ষত্রিয়-বিহিত সকাম পূজা করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাতে কোনও বলিদান না করিয়া যথার্থ সাত্ত্বিকভাবেই পূজাটী সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং ব্রজস্থ গোপ-কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তিকামনায় যে কাত্যায়নী নামা দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন, তাহাদের ঐ পূজাতেও পশুবলির কোনও উল্লেখ নাই।

সুতরাং সকাম-নিষ্কাম সকল পূজাই সাত্ত্বিকভাবে সম্পন্ন করিলে প্রকৃত পূজার ফল লাভ হয়। তদন্যথায় পাপ-পুণ্য দুইটীই লাভ হয়। অর্থাৎ রাজসী ও তামসী পূজা আপাত মধুর হইলেও পরিণামে দুঃখপ্রদই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান-কালে সত্ত্ব-প্রধান ব্রাহ্মণগণ ও রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি নিজ নিজ গুণচ্যুত হইয়া তমঃ-প্রধান শূদ্র-প্রায় হইয়াছেন, সুতরাং তাহাদের কৃত পূজাকে রাজসী বলা চলে না। রাজসীর অনুকরণ মাত্র।

পুরুষ দেবতার মধ্যে ভৈরবের উদ্দেশে বহুস্থানে বলির প্রথা আছে দেখা যায়। ভৈরব শ্রীশিবেরই অবতার-বিশেষ। *'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ'*—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জানা যায় — তিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বা পরম ভাগবত। তাঁহার উদ্দেশে বলিদান বা ঐ বলির পক্কাপক্ক মাংস-রুধিরাদি দান যে কতদূর ধৃষ্টতা, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এমন কি, ইহাতে বৈষ্ণবাপরাধই উপস্থিত হয় বলিয়া মনে করি। এইরূপ সকাম পূজায় পুণ্যের পরিবর্ত্তে মহৎ পাপেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। যথা —

ক্ক মদ্যং ক্ক শিবে ভক্তিঃ ক্ক মাংসং ক্ক শিবার্চ্চনম্।
মৎস্য-মাংস-রতানাং বৈ দূরে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ॥ [কাশীখণ্ডম্]

অর্থাৎ কোথায় মদ্য, আর কোথায় শিবভক্তি! মাংস কোথায়, আর শিবার্চ্চন কোথায়! যাহারা মৎস্য-মাংস ভোজন করে, শিব তাহাদের নিকট হইতে দূরেই অবস্থান করেন; অর্থাৎ তাহাদের কখনও শিবপ্রাপ্তি হয় না।

শিব যেমন বিষ্ণুপ্রসাদ ভিন্ন মাংসাদি গ্রহণ করেন না, সেইরূপ শিবপত্নী দুর্গাও বিষ্ণুপ্রসাদই কামনা করিয়া থাকেন; যেহেতু তিনি বৈষ্ণবী ও সতীসাধ্বী। মৎস্য-মাংসাদি কিছুই তাঁহার গ্রহণীয় নহে — যেহেতু শিব তাহা গ্রহণ করেন অথচ এই পশুবধ-জনিত পাপে পূজকের অধঃপতনাদি, শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত পুরাণের উত্তরখণ্ডে দেবী ভগবতী নিজেই বর্ণন করিয়াছেন। যথা —

যে মমার্চ্চনমিত্যুক্ত্বা প্রাণি-হিংসন-তৎপরাঃ।
তৎপূজনং মমামেধ্যং যদ্দোষাত্তদধোগতিঃ।।
মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তামসা জীবঘাতনম্।
আকল্পকোটি-নিরয়ে তেষাং বাসো না সংশয়ঃ।।
মম নাম্নাথবা যজ্ঞে পশু হত্যাং করোতি যঃ।
ক্বাপি তন্নিষ্কৃতির্নাস্তি কুম্ভীপাকমবাপ্নুয়াৎ।।
দৈবে পৈত্রে তথাত্মার্থে যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণি-হিংসনম্।
কল্প-কোটি-শতং শম্ভো রৌরবে স বসেৎ ধ্রুবম্।। [পদ্ম পুঃ ১০৪]

অর্থাৎ, যাহারা আমি শক্তি, আমার পূজায় বলি দিতে হয় এই বলিয়া প্রাণী-বধ-তৎপর, তাহাদের পূজা আমার পুরীষ (বিষ্ঠা) তুল্য জানিবে; কারণ ঐ পূজায় পূজাফল লাভ করা ত দূরের কথা, ঐ পাপে তাহাদের অধোগতিই হইয়া থাকে। হে শিব! তামস-প্রকৃতির মানবগণই আমার উদ্দেশ্যে জীবহত্যা করে। ঐ বধ-জনিত-পাপে আকল্পকোটি নরকে বাস করে — ইহাতে সংশয় নাই। আমার পূজা উপলক্ষে অথবা যজ্ঞে যে ব্যক্তি পশুবধ করে, ঐ পাপে তাহার কোন নিষ্কৃতি নাই। সে কুম্ভীপাক নামক নরকে পতিত হয়। হে শম্ভো! দেবতার উদ্দেশে, পিতৃগণের উদ্দেশে অথবা নিজের উদরপূর্ত্তির জন্য যে-ব্যক্তি জীববধ করে, শতকল্প-কোটি-কাল সে নিশ্চয়ই রৌরব নামক নরকে বাস করে।

আরও দেখা যায় —

মমোদ্দেশে পশূন্ হত্বা সরক্তং পাত্রমুৎসৃজেৎ।
যো মূঢ়ঃ স তু পুয়োদে বসেদ্ যদি ন সংশয়ঃ।। [পঃ পুঃ ১০৪]

অর্থাৎ আমার উদ্দেশে পশুবধ করিয়া যে ব্যক্তি সরক্ত পাত্র উৎসর্গ করে সেই অজ্ঞান মানব তৎপাপে পূয়োদ নরকে বাস করে। ইহাতে কোন সংশয় নাই।

যজ্ঞাদিতে বলিদ্বারা কেবল ঘাতকই দোষী হন এরূপ নহে, পরন্তু এই সংশ্লিষ্ট অনেকেই তুল্য দোষী হইয়া থাকেন। যথা —

হন্তা কর্ত্তা তথোৎসর্গকর্ত্তা ধর্ত্তা তথৈব চ।
তুল্যা ভবন্তি সর্ব্বে তে ধ্রুবং নরকগামিনঃ॥
উপদেষ্টা বধে হন্তা কর্ত্তা ধর্ত্তা চ বিক্রয়ী।
উৎসর্গকর্ত্তা জীবানাং সর্ব্বেষাং নরকং ভবেৎ॥
মধ্যস্তস্য বধায়াপি প্রাণিনাং ক্রয়-বিক্রয়ে।
তথা দ্রষ্টুশ্চ সূনায়াং কুম্ভীপাকং ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ [পদ্ম পুঃ ১০৪ অঃ]

অর্থাৎ — হন্তা (খড়্গাঘাতকারী), কর্ত্তা (যাহার পূজা), উৎসর্গকারী ব্রাহ্মণ ও পশুকে ধারণকারী — ইঁহারা সকলেই সমান পাপী; ঐ পাপফলে নিশ্চিত তাহাদের সকলের নরকে গমন হইয়া থাকে। জীববধের উপদেশদাতা, হন্তা, কর্ত্তা, ধর্ত্তা, বিক্রয়ী (বিক্রয়কারী) ও উৎসর্গকর্ত্তা ব্রাহ্মণ — ইঁহারা সকলেই নরকে গমন করেন। বধের নিমিত্ত প্রাণীর ক্রয়-বিক্রয় কালে যিনি মধ্যস্থ থাকেন, আর বধজন্য যূপকাষ্ঠে যোজিত পশুকে যিনি দর্শন করেন, তাহাদের কুম্ভীপাক নামক নরকে নিশ্চয়ই গমন হইয়া থাকে।

দেবযজ্ঞে পিতৃশ্রাদ্ধে তথা মাঙ্গল্যকর্ম্মণি।
তস্যৈব নরকে বাসো য কুর্য্যাজ্জীবঘাতনম্॥ [পাদ্মঃ ১০৪ অঃ]

দেবযজ্ঞে, পিতৃশ্রাদ্ধে এবং পুত্রান্নপ্রাশন ও বিবাহাদি বিবিধ শুভকর্ম্মে যে ব্যক্তি ছাগাদি পশুবধ করে, তাহার নরকেই বাস হইয়া থাকে॥

আরও দেখা যায় —

মদ্ব্যাজেন পশূন্ হত্বা যো ভক্ষেৎ সহবন্ধুভিঃ।
তদগাত্রলোমসংখ্যাব্দৈরসিপত্রবনে বসেৎ॥
আবয়োরন্যদেবানাং নাম্না চ পরকর্ম্মণি।
যঃ সম্পোষ্য পশূন্ হন্যাৎ সোঽন্ধতামিস্রমাপ্নুয়াৎ॥

পশূন্ হত্বা তথা ত্বাং মাং যোঽর্চ্চয়েন্মাংসশোণিতৈঃ।
তাবৎ তন্নরকে বাসো যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

[শব্দকল্পদ্রুমধৃত পাদ্মোত্তর খণ্ড ১০৫ অঃ]

অর্থাৎ, আমার পূজার ভাণ করিয়া পশুবধপূর্ব্বক যে ব্যক্তি বন্ধুগণসহ সেই মাংস ভোজন করে, সে ঐ পশুগাত্রের রোমসংখ্যা পরিমিত বৎসর পর্য্যন্ত অসিপত্রনামক নরকে বাস করে। তোমার, আমার বা অন্য দেবতার নাম করিয়া পরবর্ত্তী কার্য্যোদ্দেশে যে ব্যক্তি পশুকে পোষণ করিয়া বধ করে, সে অন্ধতামিস্র নরকে গমন করে। সেইরূপ পশুবধ করিয়া ঐ পশুর মাংস-শোণিত দ্বারা যে ব্যক্তি তোমার বা আমার অর্চ্চনা করে, যতদিন পর্য্যন্ত চন্দ্র-সূর্য্য বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সে পূর্ব্বোক্ত অন্ধতামিস্র নরকে বাস করে।

পশুহত্যার আরও বিশেষ দোষ দেখা যায় —

যে হতাঃ পশবঃ লোকৈরিহ স্বার্থেষু কোবিদৈঃ।
তে পরত্র তু তান্ হন্যুস্তথা খড়্গেন শঙ্কর॥
আত্মপুত্রকলত্রাদি-সুসম্পত্তি-কুলেচ্ছয়া।
যো দুরাত্মা পশূন্ হন্যাৎ আত্মাদীন্ ঘাতয়েৎ স তু॥ [পাদ্ম ১০৫ অঃ]

অর্থাৎ, জ্ঞানবান ব্যক্তি হইয়াও যাহারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতা পূজায় যে-সকল পশুকে বধ করে, হে শঙ্কর ! পরলোকে সেই সকল পশুগণও খড়্গদ্বারা সেইরূপ তাহাদিগকে বধ করে। যে দুরাত্মা নিজের আত্মার মঙ্গলেচ্ছায় অথবা স্ত্রী, পুত্র, উত্তম সম্পত্তি ও বংশবৃদ্ধি কামনা করিয়া পশুবধ করে, সে ঐ পাপাচরণ-জন্য আত্মাদিকে নাশই করিয়া থাকে।

শাস্ত্রবিধির প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হইয়া বংশপরম্পরায় রজোগুণী শাক্তগণ ঐ পশুবধরূপ অকার্য্যটি করিয়া আসিতেছেন; তাহার ফলেই দুর্গোৎসব কালিকাপূজারত বহু রাজবংশ ও ভদ্রবংশ 'রাজ্যং দেহি', 'ধনং দেহি' ইত্যাকার পুনঃ পুনঃ বহু প্রার্থনা সত্ত্বেও দারিদ্র্যই লাভ করিয়াছেন এবং অনেকে নির্ব্বংশও হইয়াছেন। শাক্তগণ ইহার কারণরূপে কালপ্রভাবকে উদ্দেশ করেন এবং ঐ সকল পণ্ডিতাভিমানী শাক্তগণ তামস-রাজস পুরাণ-কথিত দুই-চারিটী প্রমাণ সংগ্রহপূর্ব্বক 'বৈধ হিংসায় দোষ নাই' বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই পদ্মপুরাণাদি সর্ব্বমান্য গ্রন্থে দেবীর স্বমুখ-নিঃসৃত বাক্যগুলিতেও তাহারা অনাস্থা প্রকাশ করিতে

পারিবেন কি? আমরা বলি, তাঁহাদের ঐরূপ কার্য্যের অভ্যন্তরে জিহ্বা-লোলুপতা ভিন্ন প্রকৃত মঙ্গলেচ্ছা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহাই উক্ত পুরাণে দেবী পুনরায় জানাইয়া দিতেছেন। —

সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ বা পরলোকেচ্ছুকঃ পুমান্।
কদাচিৎ প্রাণিণো হত্যাং ন কুর্য্যাৎ তত্ত্ববিৎ সুধীঃ॥
মানবো যঃ পরত্রেহ তর্ত্তুমিচ্ছেৎ সদাশিব।
সর্ব্ববিষ্ণুময়ত্বেন ন কুর্য্যাৎ প্রাণিনাং বধম্॥
বধাদ্রক্ষতি যো মর্ত্ত্যো জীবান্ তত্ত্বজ্ঞধর্ম্মবিৎ।
কিং পুণ্যং তস্য বক্ষ্যেঽহং ব্রহ্মাণ্ডং স তু রক্ষতি॥
যো রক্ষেদ্ ঘাতনাৎ শম্ভো জীবমাত্রং দয়াপরঃ।
কৃষ্ণপ্রিয়তমো নিত্যং সর্ব্বরক্ষাং করোতি সঃ॥
একস্মিন্ রক্ষিতে জীবে ত্রৈলোক্যং তেন রক্ষিতম্।
বধাৎ শঙ্কর বৈ যেন তস্মাদ্রক্ষেন্ন ঘাতয়েৎ॥ [পাদ্ম, উঃ ১০৫ অঃ]

অর্থাৎ, যথার্থ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যক্তি স্বর্গাদি সুখলাভেচ্ছায় কি সম্পদে, কি বিপদে কখনও প্রাণিবধ করিবে না। হে সদাশিব! যে মানব ইহকালে ও পরকালে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করে, সে সকল জগৎ বিষ্ণুময় জানিয়া কখনও কোন প্রাণিকে বধ করিবে না। তত্ত্বজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ যে ব্যক্তি জীবগণকে বধ হইতে রক্ষা করে, আমি তাহার পুণ্যের কথা আর কি বলিব; সে ব্যক্তি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই রক্ষা করিয়া থাকে। হে শম্ভো! যে মানব দয়াপরবশ হইয়া জীবমাত্রকেই বধ হইতে রক্ষা করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়তম হইয়া থাকেন এবং তিনি সর্ব্ব-রক্ষাকারী হন। অধিক কি বলিব, যিনি একটি মাত্র জীবকে বধ হইতে রক্ষা করেন, হে শঙ্কর! তাঁহাকে ত্রিলোকের রক্ষাকারী বলিয়া জানিবেন। সুতরাং সকলেই জীবরক্ষা করিবে, কখনও বধ করিবে না।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে পূর্ব্বোল্লিখিত বেদ-পুরাণের বিধি-নিষেধ মহর্ষিদের প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল হইলেও তাহা আজকাল খেয়ালে পরিণত হইয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ, সেই ঋষিবংশজাত ব্রাহ্মণগণ বৈদিক আচার পরিত্যাগ করিয়া বৈদেশিক চাল-চলন, শিক্ষা-দীক্ষা ও আহার-বিহারে রত হইয়াছেন। তাহার ফলে ব্রহ্মতেজ হারাইয়া বিষহীন ভুজঙ্গের ন্যায় জীবিত আছেন মাত্র — শাস্ত্রীয় কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। অত্রাবস্থায় তাহাদের উপদেশবাক্য কে শুনিবে?

বিশেষতঃ তাহারা প্রায় সকলেই শাক্ত, মৎস্য-মাংসলোলুপ। কাহাকেও কোন উপদেশ দিতে গেলে নিজের প্রথমতঃ সে আচরণ থাকা প্রয়োজন। ব্রাহ্মণের সেই সাত্ত্বিক আচরণ নাই বলিয়াই আজ কেহ তাহাদের কথায় কোনও কর্ণপাত করে না। কিন্তু পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগে বেদ, পুরাণ বা ঋষির বাক্যে কেহ কোন প্রকার সন্দিহান হইলে যোগবলে ঋষিগণ তৎক্ষণাৎ তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করাইয়া বাক্যের সত্যতা প্রমাণ ও সন্দেহ দূর করাইতেন।

ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে 'শ্রীনারদ-প্রাচীনবর্হি' সংবাদে দেখা যায় শ্রীনারদের প্রিয় শিষ্য ধ্রুবের বংশজাত মহারাজ বর্হিষৎ বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। এবং যজ্ঞীয় পূর্ব্বাগ্র কুশাস্তরণে ক্রমে ক্রমে ধরণীতল আচ্ছাদিত করিয়া 'প্রাচীনবর্হি' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ কৃপালু হইয়া রাজার ঐ কর্ম্মনিষ্ঠার পরিণতি যোগবলে তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করাইয়া কর্ম্মশ্রেয়োরূপ ভ্রম দূর করতঃ তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন। যথা —

ভো ভোঃ প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে।
সংজ্ঞপিতান্ জীবসঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ॥
এতে ত্বাং সম্প্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব।
সম্পরেতময়ঃকূটৈশ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ॥ [ভাঃ ৪।২৫।৭-৮]

হে প্রজাপালক রাজন্! তুমি নির্দ্দয় হইয়া যজ্ঞে সহস্র সহস্র পশুবধ করিয়াছ; সেই সকল জীবকে ঐ দেখ। তুমি ইহাদিগকে বধজন্য যে পীড়া দিয়াছ তাহা স্মরণ পূর্ব্বক ইহারাও ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া তোমার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি পরলোকে উপস্থিত হইলেই ইহারা লৌহযন্ত্রময় শৃঙ্গসমূহদ্বারা অবিলম্বে তোমাকে ছিন্নভিন্ন করিবে।

আদি চিকিৎসাশাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি চরক তৎকৃত প্রধান গ্রন্থ চরক সংহিতার অতিসার-চিকিৎসায় ঊনবিংশ অধ্যায়ে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় — পূর্ব্বকালে ঋষিদের যজ্ঞে পশুবধ করা হইত না। যথা —

"আদিকালে খলু যজ্ঞেষু পশবঃ সমালম্ভনীয়া বভূবুর্নালম্ভায় প্রক্রিয়ন্তে স্ম। ততো দক্ষযজ্ঞং প্রত্যবরকালং মনোঃ পুত্রাণাং নরিষ্যন্নাভাগেক্ষ্বাকু-বিশাশযাত্যাদীনাঞ্চ ক্রতুষু পশুনামেবাভ্যনুজ্ঞানাৎ পশবঃ প্রোক্ষণমেবাপুঃ"।।৩।।

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে যজ্ঞকরণার্থ পশুদিগকে বলিযোগ্য করা হইত, কিন্তু বলি দেওয়া হইত না। দক্ষযজ্ঞেরও বহুকাল পরে মরিষ্যমান্ (মৃত্যমুখী) নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, বিশাশ ও যযাতি প্রভৃতি মনুপুত্রদিগের যজ্ঞে পশুগণেরই অনুজ্ঞাক্রমে তাহাদিগকে মাত্র প্রোক্ষণ করা হইয়াছিল, হত্যা করা হয় নাই।

বিশেষতঃ সিদ্ধ মহর্ষিগণ কোন কোন যজ্ঞে পশুবধ করিয়া থাকিলেও যোগবলে তাঁহারা সেই পশুকে তৎক্ষণাৎ পুনর্জীবিত ও নবযৌবন প্রদান করিতেন। সুতরাং তাহা জীবহত্যার মধ্যে গণ্য নহে; পরন্তু সেই সেই পশু নব-যৌবন প্রাপ্ত হইয়া লাভবানই হইত। সুতরাং তাহাদের আদর্শ সাধারণের অনুকরণীয় নহে। "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।" অগ্নি শুদ্ধাশুদ্ধ বস্তু ভক্ষণ (দগ্ধ) করিয়াও যেমন দোষী হন না, সেইরূপ মহাশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি কদাচিৎ অবৈধ কোন কার্য্য করিলেও তাহাদিগকে পাপ স্পর্শ করিত না। বর্ত্তমানযুগে তপস্যাবিহীন, নিঃশক্তিক ও গৃহধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যমাত্রের সাত্ত্বিক উপচারে পূজাকার্য্য সম্পন্ন করাই বিধেয়। সাত্ত্বিকভাবে পূজা ও সাত্ত্বিক আহারাদিদ্বারাই ক্রমে ক্রমে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়। প্রকৃত পূজাফল লাভের ইহাই একমাত্র উপায়স্বরূপে বেদপুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। যথা —

> যো মোহাদথবাঽজ্ঞানাৎ বলিমন্যং প্রযচ্ছতি।
> বধ এষ ফলং তস্য নান্যৎ কিঞ্চিৎ ফলং লভেৎ॥ [যুক্তিকল্পতরু]

যদি কেহ অজ্ঞানতানিবন্ধন অথবা মোহ বশতঃ অন্য বলি (নৈবেদ্যাদি জীবহত্যারূপ বলি) প্রদান করে তবে ঐ জীববধ-জনিত পাপরূপ ফলটীই তাহার লাভ হয়। সে ব্যক্তি অন্য কোনও পূজাফল প্রাপ্ত হয় না।

মহর্ষি মনুও নিজ সংহিতায় পশুবধ অবৈধ দেখাইতে গিয়া তৎসম্বন্ধে সকলকেই ঘাতকতুল্য পাপী নির্ণয় করিয়াছেন। যথা —

> অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
> সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥ [মনু সং ৫।৫১]

পশুহত্যার অনুমোদনকারী, মাংস কর্ত্তনকারী অর্থাৎ যিনি মাংসকে খণ্ড খণ্ড করেন, পশুহত্যাকারী, ক্রেতা, বিক্রেতা, পাচক, পরিবেশনকারী ও ভোক্তা ইহারা সকলেই ঘাতক বলিয়া কথিত হন। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে দেখা যায়—

যো হি খাদতি মাংসানি প্রাণিনাং জীবিতৈষিণাম্।
হতানাং বা মৃতানাং বা যথা হন্তা তথৈব সঃ। [মহাঃ অনুঃ ১১৫।৩১]

মৎস্য ও ছাগাদি পশু অন্য কর্ত্তৃক হতই হউক অথবা স্বয়ং মৃতই হউক জীবিত থাকিতে ইচ্ছুক হইয়া (অর্থাৎ প্রাণ বাঁচাইবার জন্যও) যদি কেহ কোন প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে, সে হত্যাকারীর তুল্য পাপভাগী হয়। ঐ প্রসঙ্গে আরও উক্ত হইয়াছে যে, এই বধ-সংশ্লিষ্ট সকলেই সমান পাপভাগী হয়। যথা—

আহর্ত্তা চানুমন্তা চ বিশস্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপভোক্তা চ ঘাতকাঃ সর্ব্ব এব তে।। [মঃঅঃ ১১৫।৪৯]

যাহারা হত্যা করিবার জন্য পশু আহরণ করে, পশুবিনাশে অনুমতি দান করে, মাংস কর্ত্তন অর্থাৎ মাংসকে খণ্ড খণ্ড করে এবং ক্রয়-বিক্রয়-পাক ও ভোজন করে তাহারা সকলেই ঘাতকের সমান পাপভাগী হয়। কুলার্ণবের দ্বিতীয় উল্লাসে শিব-বাক্য। যথা —

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদিতাষ্টৌ চ ঘাতকাঃ।।
ধনেন চ ক্রেতা হন্তি খাদিতা চোপভোগতঃ।
ঘাতকো ঘাতবন্ধাভ্যামিত্যেষ ত্রিবিধোবধঃ।।

অর্থাৎ পশুবধে অনুমতি দাতা, মাংস কর্ত্তনকারী, পশুহত্যাকারী, ক্রেতা, বিক্রেতা, পাচক, পরিবেশক ও ভোজনকারী — এই আট জনই প্রাণিঘাতক। স্বহস্তে বন্ধন ও খড়্গাঘাত করার জন্য একমাত্র ঘাতকই যে বধকর্ত্তা তাহা নহে, ধনদ্বারা ক্রয়কারী ও জিহ্বার লালসাবশে ভক্ষণকারী — এই তিনজনই সমান বধকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। যেহেতু এই বধ-কার্য্যটি উক্ত তিন প্রকারেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

বৈধ বলি বেদবিহিত বলিয়া বেদজ্ঞ ঋষিগণ পূর্ব্বকাল হইতেই তাহা আচরণ করিয়া অসিতেছেন, এইরূপ বাক্য ও ক্রিয়ার সুযোগ লইয়া বৈধ বলি বা মাংস-ভোজন দোষণীয় নহে বলিয়া অনেকে ধারণা করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদান্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ষষ্ঠাধ্যায়ে অষ্টম ও নবম খণ্ডে বৈধ পশুবধেরও নিষেধমূলক কয়েকটী মন্ত্রই রহিয়াছে। নিম্নে ভাষ্যসহ তাহার দুই-একটী উদ্ধৃত হইল—

১। *"সর্ব্বেষাং বা এষ পশূনাংমেধেন যজতে যঃ পুরোডাশেন যজতে"* ইতি। সায়ন-ভাষ্য — পুরোডাশযাগ এব সর্ব্বপশুসম্বন্ধিযজ্ঞযোগ্যহবির্যাগঃ। সর্ব্বপশুসম্বন্ধশ্চ পুরুষং বৈ দেবা ইত্যাদিনা প্রপঞ্চিতঃ।

অর্থাৎ যিনি পুরোডাশ (যবাদিচূর্ণনির্ম্মিতপিষ্টকবিশেষ) দ্বারা যজ্ঞ করেন পশুশরীরস্থ যজ্ঞীয় ভাগসকলের মেধ্য (পবিত্র) অংশদ্বারা তাহার যজ্ঞ করা হয়।

২। *"তস্মাদাহুঃ পুরোডাশসত্রং লোক্যমিতি"* [৬।৯ পূর্ব্বাংশ]

সায়নভাষ্য — যস্মাৎ পুরোডাশযাগঃ সর্ব্বপশুসারভূতস্তস্মাৎ পুরোডাশানুষ্ঠানং লোক্যং প্রেক্ষণীয়মিতি যাজ্ঞিকা আহুঃ। অতএব প্রৈষমন্ত্রে পুরোডাশমলঙ্কুর্ব্বিত্যেবমায়াতম্।

অর্থাৎ — যেহেতু পুরোডাশ (পিষ্টক) যাগই সর্ব্বপশু যাগের তুল্য অতএব পুরোডাশদ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞই লোক্য (দর্শনীয় বা শাস্ত্রসম্মত) এবং সেইজন্য ঐ পুরোডাশদ্বারা যজ্ঞই ইহলোক ও পরলোকের হিতকর বলিয়া ঋষিগণের অভিমত।

বেদের এইসব মন্ত্র হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, কোন সময়ে অজাদি পশুদ্বারা যজ্ঞবিধি প্রবর্ত্তিত থাকিলেও তন্নিমিত্ত দোষের সম্ভাবনা বশতঃ ঋষিগণ তাহার পরিবর্ত্তে ব্রীহ্যাদি (ধান্যাদি) দ্বারা যজ্ঞ করাই সমীচীন ও পরলোকে হিতকর বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে একটী পুরাতন ইতিহাস মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বর্ণিত রহিয়াছে।

উপরিচর বসু ও বসুধারার ইতিহাস

দেবগুরু বৃহস্পতির প্রধান শিষ্য মহারাজ উপরিচর বসু সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ ইন্দ্রের মত পৃথিবী পালন করিতেন। বৃহস্পতি প্রমুখ প্রধান প্রধান বহু ঋষিগণের পৌরোহিত্যে তিনি মহাসমারোহের সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বসুরাজ অহিংসা-পরায়ণ ছিলেন, সেইজন্য তিনি ঐ যজ্ঞে পশু হত্যা করেন নাই। অরণ্য-সম্ভূত ব্রীহ্যাদি (ধান্যাদি) দ্বারাই সমুদয় যজ্ঞভাগ কল্পনা করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার ঐরূপ যজ্ঞে ও ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া অন্যের অলক্ষ্যে মহারাজকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিষ্ণুভক্ত মহাত্মা বহুকাল স্বর্গে বাস করিয়া ব্রহ্মশাপ নিবন্ধন স্বর্গভ্রষ্ট ও ভূগর্ভে নিপতিত হইয়াছিলেন। [মহাঃ শাঃ ৩৩৬ অঃ]

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজা উপরিচর বসু অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি কি নিমিত্ত ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন? ভীষ্ম কহিলেন — হে ধর্ম্মরাজ! এক সময়ে দেবগণ ও ঋষিগণে বিবাদ উপস্থিত হয়। দেবগণ অজ (ছাগপশু) ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ঋষিগণকে বলেন। তদুত্তরে ঋষিগণ বলেন বেদে বীজের (ধান্যাদির) দ্বারাই যজ্ঞ করার বিধি রহিয়াছে। এই বীজের নামই অজ। অতএব ছাগপশু বধ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। পশুচ্ছেদন কখনও সাধুগণের ধর্ম্ম নহে। তাঁহাদের এইরূপ পরস্পর বাদানুবাদের সময়ে মহারাজ উপরিচর বসু তথায় উপস্থিত হন। তখন ঋষিগণ দেবগণকে বলিলেন — বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ দান-যজ্ঞ-ব্রতাদিনিষ্ঠ ও সর্ব্বভূত-হিতপ্রিয় এই বসুরাজ নিশ্চয়ই সত্য নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমাদের বিবাদের মীমাংসা করিবেন। ইহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক। এই বলিয়া দেবগণ ও ঋষিগণ একত্রে উপবেশন পূর্ব্বক উপরিচর মহারাজকে সভাপতি করতঃ উভয় পক্ষের মত জ্ঞাপন করেন। রাজা নিজে পশুদ্বারা কখনও যজ্ঞ করেন নাই। ছাগপশু-বলিদান তাঁহার অভিপ্রেতও নহে, তথাপি দেবগণের পশুবলির ইচ্ছা জানিয়া তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করতঃ তিনি 'ছাগপশুদ্বারা যজ্ঞ করাই বিধেয়' এইরূপ নিজ অভিমত প্রকাশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ঋষিগণ কুপিত হইয়া তাঁহাকে স্বর্গভ্রষ্ট হও' বলিয়া অভিসম্পাত করেন। ঋষিগণের শাপে বসুরাজ সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গচ্যুত হইয়া একেবারে ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন। রাজা বিষ্ণুভক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। দেবতাসকল দেখিলেন, তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াই রাজার এইরূপ অধোগতি সংঘটিত হইল। তখন দেবতাগণ সকলে মিলিত হইলেন এবং রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন— মহারাজ! তপস্বী ঋষিদের শাপ অব্যর্থ, তবে আপনি দঃখিত হইবেন না। আমরা আপনাকে বরদান করিতেছি যে, অভিশাপ দোষে যতদিন ভূগর্ভে থাকিবেন ততদিন যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহভিত্তিতে যে ঘৃতধারা প্রদান করিবেন, সেই ঘৃত-ভক্ষণে আপনার ক্ষুৎ-পিপাসা দূর হইবে এবং এই ধারাকে লোকে 'বসুধারা' বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। আপনি হরিভক্ত, আমাদের বরে শ্রীহরি শীঘ্রই আপনাকে শাপমুক্ত করিবেন।

[মঃ শাঃ ৩৩৭ অঃ]

গৃহভিত্তিতে বসুধারা কিজন্য দেওয়া হয় অনেকেই তাহার কারণ অবগত নহেন। এই প্রবন্ধ পাঠে আশাকরি বসুধারা দিবার সময়ে সকলেই স্মরণ করিবেন

যে — দেবতোদ্দেশে যজ্ঞাদিতে পশুবধের কেবল মাত্র অনুমোদন করিয়াই রাজা উপরিচর বসু শাপগ্রস্ত ও ভূগর্ভে পতিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য বসুধারা নামক এই ঘৃতধারা প্রদান করিতেছি।

দেশাচার ও কুলাচার-মত নিরসন

শাস্ত্রার্থে অনভিজ্ঞ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন অনেকেই দেশাচার ও কুলাচারের অজুহাতে পশুবলিদানের পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু স্কন্দপুরাণ তাঁহাদের সেই ভ্রমটী বিদূরিত করিতেছেন। যথা —

ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচার-কুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে।।

অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে বেদে বা স্মৃতিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও বিধি বা নিষেধ নাই, সেই সকল বিষয়েই দেশাচার বা কুলাচার অনুসারে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান নিরূপিত হইয়া থাকে। প্রয়োগ-পারিজাত-ধৃত স্মৃতিতেও দেখা যায়—

স্মৃতের্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিরোধে পরিত্যজেৎ।।

স্মৃতিবাক্য ও বেদবাক্যের বিরোধস্থলে যেমন স্মৃতি-বাক্য পরিত্যাগ করিয়া বেদবাক্যই গ্রাহ্য হয়, সেইরূপ লৌকিক বাক্য বা আচার স্মৃতিবিরুদ্ধ হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। আরও দেখা যায় —

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা। [ব্যাসস্মৃতি-১।৪]

অর্থাৎ শ্রুতি (বেদবাক্য), স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিবাক্যেরই তথায় প্রামাণ্য এবং স্মৃতিবাক্য ও পুরাণের বিরোধস্থলে স্মৃতির বাক্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়।

অতএব কালিকা, দেবী বা ভবিষ্যপুরাণাদি সাধারণ তামস-রাজস পুরাণে "*অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেষাণাঞ্চ তথা বধাৎ*"—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিদানের বিধি থাকিলেও বেদে ও স্মৃতিতে তৎপরিবর্ত্তে অনুকল্পরূপে পুরোডাশাদি গ্রহণের বিধান থাকায়, সামান্য পুরাণ মত সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ঐতরিয় ব্রাহ্মণের মন্ত্রদ্বারা বেদমতে অনুকল্প বিধান সম্বন্ধে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সর্ব্বস্মার্ত্তবরেণ্য মহর্ষি

মনু নিঃসন্দিগ্ধ ভাষায় যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহাতেও দেখা যায় — যজ্ঞাদিতে দেবতোদ্দেশে পশুবধ করিয়া সেই মাংস ভোজনের বিধি থাকিলেও, তাহা মাংসভোজন প্রবৃত্তিশীল জনগণের যথেচ্ছা প্রবৃত্তি নিবারণের জন্য সামান্য অভ্যনুজ্ঞা (আদেশ) মাত্র। যথা —

ন মাংস-ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।। [মনু সং ৫।৫৬]

মাংস-ভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুনাদিতে মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি আপনা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। অতএব তাহাতে দোষের কারণ নাই। কিন্তু ঐ সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া মহাপুণ্যের কারণ। বস্তুতঃ এই সকল বিষয় বর্জ্জন করাই সর্ব্বোত্তম জানিবে।

পদ্মপুরাণ সাত্ত্বিক মহাপুরাণের অন্যতম গ্রন্থ বলিয়াই অভিহিত। তাহাতে দেখা যায় —

এবং নানাবিধং কর্ম্ম পশোরালম্ভনাদিকম্।
কামাশয়ঃ ফলাকাঙ্ক্ষী কৃত্বাজ্ঞানেন মানবঃ।।
পশ্চাজ্জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা ভ্রান্ত্যাশাং তামসীং সদা।
যমভীতিহরং ভক্ত্যা যদি গোবিন্দমাশ্রয়েৎ।। [পঃপুঃউঃ ১০৫ অঃ]

অর্থাৎ যজ্ঞে ও দেবতার্চ্চনে পশুবধাদি নানাবিধ অকার্য্য, কামনাশীল মানবগণ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া অজ্ঞানতা বশতঃ প্রথমে আচরণ করতঃ পরে যদি কোনও সৎসঙ্গে সৌভাগ্যোদয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া সেই জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা তামসী আশাকে ছেদনপূর্ব্বক সর্ব্বদা যমভয় নিবারক শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল ভক্তির সহিত আশ্রয় করে, তাহা হইলেই তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ দেবী, কালিকা ও ভবিষ্য পুরাণাদিতে মহিষ বলিদানের বিধি পরিদৃষ্ট হয়। তৎসম্বন্ধে তিথিতত্ত্বের টীকায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কাশীরাম বাচস্পতিধৃত তিথিবিবেক নামক গ্রন্থের বচনে দেখা যায় —

ন দদ্যাৎ মাহিষং মাসং সরক্তং সাধকঃ ক্বচিৎ।
দদদিষ্টফলং তস্য রুষ্টা হন্তি চ কালিকা।।

সাধক কদাচ দেবীকে সরুধির মহিষমাংস বলিরূপে দিবে না। তাহা দিলে ভগবতী কালিকা কুপিতা হইয়া তাহার ইষ্টফল নষ্ট করেন অর্থাৎ সে পূজাফল প্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ে মহিষ, শূকর, ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রভৃতি জন্তুর মাংস কলিকালে অভক্ষ্য বলিয়াই কথিত হইয়াছে। কলিকালে পরাশর-স্মৃতি শ্রেষ্ঠ স্মৃতির অন্যতম। তাহাতেও দেখা যায় —

গজগবয়তুরঙ্গানাং মহিষোষ্ট্রনিপাতনে।
শুধ্যতে সপ্তরাত্রেণ বিপ্রাণাং তর্পণেন চ॥ [পরাশর সং ৬।১২]

হস্তী, গবয়, অশ্ব, মহিষ, উষ্ট্র বধ করিলে সপ্তরাত্রি উপবাস পূর্ব্বক বিপ্রকে দানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে হইবে। এই সব বচন পর্য্যালোচনায় দেখা যায় অন্ততঃ ভদ্র সমাজে মহিষ বলি অতীব বিগর্হিত কার্য্য। তাঁহারা ঐ মহিষ-মাংস ভোজন করেন না; বৃথা মোহবশে দেশাচার বা কুলাচার রক্ষার জন্য অর্থব্যয় ও বহু প্রচেষ্টা করিয়া বলিষ্ঠ কৃষিকার্য্যোপযোগী ও পরম উপকারী একটী জীবকে হত্যা করিয়া নিজেদের আসুরিক প্রবৃত্তিরই পরিচয় দেন মাত্র।

যোগসূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার ব্যাসদেবও দেবোদ্দেশে বলিদান কার্য্য মোহজনিত হিংসা (*মোহেন ধর্ম্মো মে ভবিষ্যতীতি*) বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ, পশুহিংসা (দেবতোদ্দেশে বলিদান) করিলে আমার পুণ্য হইবে —এই ধারণা ঘোর তমোগুণের মোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কোনও সময়ে দস্যুরাজ এক শূদ্র পুত্রকামনায় ভদ্রকালীর নিকট নরবলি দিবার অভিপ্রায়ে বলিযোগ্য এক ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। দৈবাৎ সেই নরপশু পলাইয়া যাওয়ায় তাহার অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে অন্বেষণক্রমে তাহাকে না পাইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ধান্যক্ষেত্র রক্ষায় নিযুক্ত জড়ভরতকেই হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ও বলিযোগ্য দেখিয়া ধরিয়া লইয়া আসে। সেই দস্যুরাজের প্রধান পুরোহিত ভরতকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্রালঙ্কার ও তিলকাদিদ্বারা ভূষিত করতঃ ভোজন করাইল। তৎপর তাহাদের স্বকল্পিত-বিধানে ভদ্রকালীর পূজানন্তর পুষ্প, পত্র ও মাল্যাদিদ্বারা কল্পিত পুরুষ ভরতকেও হিংসা-বিধি বিহিতরূপে পূজা করিয়া উচ্চ গীত ও মৃদঙ্গাদি বাদ্যসহ তাহাকে ভদ্রকালীর সম্মুখে অধোমুখে উপবেশন করাইল। তখন শূদ্র দস্যুরাজের প্রধান পুরোহিত ভরতের শোণিতরূপ মধুদ্বারা ভদ্রকালীর তৃপ্তিবিধান মানসে ভদ্রকালীমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত এক ভীষণ তীক্ষ্ণধার খড়্গ

গ্রহণ করিল। রজস্তমোগুণে অত্যন্ত আচ্ছন্ন এই দস্যুগণ ধনমদে মত্ত, মর্য্যাদাজ্ঞানশূন্য ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া কুপথে বিচরণ করিতেছিল। হিংসাই তাহাদের ক্রীড়োৎসব হইয়াছিল। সেইজন্য সর্ব্বভূত-সুহৃদ্ ভগবদগত-চিত্ত ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষিপুত্র, আপৎকালীন লৌকিক হত্যাবিধিরও যিনি অবধ্য তাঁহাকেই হত্যা করিয়া নিজ ইষ্ট-সিদ্ধির জন্য প্রস্তত হইয়াছিল। দস্যুগণের সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য এই কার্য্যে দেবী সাতিশয় রুষ্টা হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিমা হইতে ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত বহ্নির ন্যায় দীপ্তি ধারণ করতঃ বহির্গত হইলেন। অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধাবেশ জনিত তাঁহার মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিয়াছিল। তিনি বিশ্বসংহারিণী মূর্ত্তিতে অতীব ক্রোধভরে অট্টহাস্য করিতে করিতে প্রতিমা হইতে বহির্গত হইয়া সেই পাপিষ্ঠ শূদ্রগণের মস্তক তাহাদিগের সেই খড়্গের দ্বারাই ছেদন করিয়া ভরতকে রক্ষা করিলেন।

এই জড়ভরতের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় ছাগাদি পশুবলি বা নরবলি প্রকৃতপক্ষে দেবীর তৃপ্তিদায়ক নহে। যদি তাহাই হইত তবে তাঁহার নিজ ভক্তগণকে অর্থাৎ নরবলিদানকারী পূজারিগণকে বধ করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাহা অবৈধ, অপ্রিয় ও বিগর্হিত বলিয়াই দেবী ঐ প্রকার পূজক দস্যুগণকে বধ করিলেন, স্বীকার করিতে হইবে। বলিবিধান পাপজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তাহার ফল চাক্ষুষ দেখা যায় না, পরকালে ভোগ্য হয়। সুরথরাজা ও প্রাচীনবর্হির দৃষ্টান্তে তাহা দেখান হইয়াছে। এই দস্যুগণের পাপফল অত্যন্ত উৎকট বলিয়া এই জন্মেই তাহারা নিজ দুষ্কর্ম্মের ফল — বধপ্রাপ্ত হইল, পরেও নরকাদি দুঃখ ভোগ করিবে। অত্যুৎকট পাপপুণ্যফল মানবগণ এজগতেই লাভ করিয়া থাকে। যথা—

ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দ্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে॥ [হিতোপদেশ]

অত্যুৎকট (অত্যন্ত বিগর্হিত বা প্রশংসনীয়) পাপকার্য্য বা পুণ্য কার্য্যের ফল এজগতেই মানবগণ তিন বৎসরে, তিন মাসে, তিন পক্ষে বা তিন দিনের মধ্যেই লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ পাপকার্য্যের গুরুত্বানুসারে অল্পকাল মধ্যে ও লাঘবত্বানুসারে কিছুদিন পরে ফললাভ এই জন্মেও ঘটিয়া থাকে।

বলিবিধানের উপসংহারে শেষ বক্তব্য এই যে — দেবতাগণ সকলেই হরিভক্ত ও সত্ত্বগুণপ্রধান এবং সেজন্য তাহাদের প্রতি শ্রীহরিরও প্রীত্যাধিক্য

শ্রীমদ্ভাগবতের বহু স্থানেই বর্ণিত রহিয়াছে। মদ্য-মাংস-রুধির—যক্ষ-রক্ষ-পিশাচাদির খাদ্য, তাহা কখনও দেব-ভোগ্য হইতে পারে না। তবে যে, দেবীর চামুণ্ডাদি মূর্ত্তিতে অসুরবধ ও রুধির পানাদির কথা শুনা যায়, তাহা ক্রোধের আবেগে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সংঘটিত হয় মাত্র। উহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে; কারণ দেবতার দেবত্ব কখনও পিশাচত্বের সমতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। রুধির, মদ্য ও মাংস প্রভৃতি রক্ষ-পিশাচাদির আহার্য্য, তাহা কখনও দেবতার গ্রহণযোগ্য নহে। পদ্মপুরাণে দেবীর স্বমুখ-নিঃসৃত বাক্যেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং দেবতার্চ্চনে মদ্যদান ও পশুবলির বিধানটী সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্ববাদীসম্মতই 'অবৈধ'। উহা মদ্য-মাংস-লোলুপতা ভিন্ন কখনও পরমার্থ-ফলদায়ক নহে। বরং পাপাদির জনকই হইয়া থাকে।

শ্রীশিবতত্ত্ব

সদাশিব ও শিব

গুণাবতার শিব সদাশিবের অংশ, সদাশিব ভগবত্তত্ত্ব এবং শিব ভক্ত-তত্ত্ব। সদাশিব নির্গুণ ও বিলাস-মূর্ত্তি। তিনি শ্রীহরির তুল্য এবং জীব হইতে পৃথক্। এই মঙ্গলময় শ্রীসদাশিব সাক্ষাৎ নারায়ণ-স্বরূপ এবং তৎপত্নী শ্রীদুর্গাদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী। তমোগুণের সম্বন্ধরহিত সদাশিব বৈকুণ্ঠধামের অন্তর্গত শিবলোকে পার্ষদগণসহ বিরাজিত আছেন। বৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণ বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শম্ভুর অংশী সদাশিব বা গোপেশ্বর শিবের নিকট কৃপাভিক্ষা করিয়া থাকেন; যেহেতু তিনি অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় রতি প্রদান করেন। এই সম্পর্কে ভগবৎপার্ষদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন —

বৃন্দাবনাবনি-পতে জয়সোম-সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর! ব্রজ-বিলাসি যুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে।। [সঙ্কল্পকল্পদ্রুম]

হে বৃন্দাবনেশ্বর! হে উমাপতি-চন্দ্রমৌলে! হে সনন্দন-সনাতন-নারদাদিপূজ্য গোপেশ্বর! আপনি ব্রজ-বিলাসী শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে আমাকে নিরুপাধিক-প্রেম প্রদান করুন।

যিনি তমোগুণ অঙ্গীকার পূর্ব্বক গুণাবতাররূপে সংহারাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই আধিকারিক দেবশ্রেষ্ঠই শিব। ইনি প্রকট-সময়ে রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার একটী নাম রুদ্র। এই রুদ্র একাদশ ব্যূহাত্মক। যথা — অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও যজমান— এই তাঁহার অষ্ট মূর্ত্তি। তাঁহার দশবাহু, পঞ্চবদন এবং প্রত্যেক বদনে তিনটি করিয়া নয়ন আছে।

কোন শাস্ত্রে যেমন ব্রহ্মাকে জীববিশেষ বলিয়াছেন, তদ্রূপ কোন কোন শাস্ত্রে রুদ্রকেও জীববিশেষ বলিয়াছেন। শাস্ত্রে রুদ্রকে ভগবদংশরূপে কীর্ত্তন করায় অনন্তদেব যেমন ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি ভেদে দ্বিবিধ, তদ্রূপ রুদ্রও ঈশ্বরকোটি

ও জীবকোটি ভেদে দ্বিবিধ। কোন কোন কল্পে স্বয়ং বিষ্ণুই রুদ্ররূপ ধারণ-পূর্ব্বক সংহার কার্য্য সম্পাদন করেন। আবার কোনও কল্পে কোন মহাপুণ্যবান্ জীবও রুদ্ররূপে সংহারকর্ত্তা হইয়া থাকেন। উক্ত দ্বিবিধ সংহার-কর্ত্তাকেই গুণাবতার বলা হয়।

কোন কল্পে ব্রহ্মার ললাট হইতে, কোন কল্পে বা নারায়ণের ললাট হইতে রুদ্রের উৎপত্তি হয়। কল্পান্তে সঙ্কর্ষণ হইতেও কালাগ্নিরুদ্র উৎপন্ন হইয়া থাকেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শিবতত্ত্ব সম্বন্ধে জানাইয়াছেন — [লঘুভাগবতামৃত ১।৩৯ শ্লোক]

রুদ্র একাদশ-ব্যূহস্তথাষ্ট-তনুরপ্যসৌ।
প্রায়ঃ পঞ্চাননস্ত্র্যক্ষো দশ-বাহুরুদীর্য্যতে॥
ক্বচিজ্জীব-বিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব।
তৎ তু শেষবদেবাস্তাং তদংশত্বেন কীর্ত্তনাৎ॥
হরঃ পুরুষ-ধামত্বান্নির্গুণঃ প্রায় এব সঃ।
বিকারবানিহ তমোযোগাৎ সর্ব্বৈঃ প্রতীয়তে॥

যথা শ্রীদশমে —
"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ॥" [ভাঃ ১০।৮৮।৩]
বিধের্ললাটাজ্জন্মাস্য কদাচিৎ কমলাপতেঃ।
কালাগ্নিরুদ্রঃ কল্পান্তে ভবেৎ সঙ্কর্ষণাদপি॥
সদাশিবাখ্যাত্তন্মূর্ত্তিস্তমোগন্ধ-বিবর্জ্জিতা।
সর্ব্বকারণভূতাসাবঙ্গভূতা স্বয়ং-প্রভোঃ॥ [সংক্ষেপ ভাগবতামৃত]

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদও স্বকৃত শ্রীভাগবতামৃতকণা গ্রন্থে জানাইয়াছেন—
তমোগুণেন শিবঃ সংহারকর্ত্তা ক্বচিৎকল্পে জীবঃ, ক্বচিৎকল্পে স্বয়ং বিষ্ণুরপি। কিঞ্চ সদাশিব স্বয়ংরূপাঙ্গবিশেষ-স্বরূপো নির্গুণঃ স শিবস্যাংশী। অতএবাস্য ব্রহ্মতোঽপ্যাধিক্যং বিষ্ণুনা সাম্যঞ্চ জীবাত্তু সগুণত্বেঽসাম্যঞ্চ।

যজুর্ব্বেদ বলেন —
নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে
[নারায়ণোপনিষৎ]

সামবেদেও দেখিতে পাই —

একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ..........তস্য ধ্যানান্তস্থস্য ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শুলপাণিঃ পুরুষোঽজায়ত। [মহোপনিষৎ]

মোক্ষধর্ম্মে লিখিত আছে —

প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ।
তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতৌ।।

বিষ্ণুধর্ম্মও বলিতেছেন —

ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ।
এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণব-তেজসা।।
জগৎকার্য্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা।
বিতেজসশ্চ তে সর্ব্বে পঞ্চত্বমুপযান্তি বৈ।।

শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা পাই —

অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ।
যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ।। [ভাঃ ১২।৫।১]
যৎপাদ-নিঃসৃত-সরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধন্যবিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।। [ভাঃ ৩।২৮।২২]

জগদ্গুরু ব্রহ্মাও বলিয়াছেন —

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্।। [ভাঃ ২।৬।৩২]
অহং ভবো দক্ষ-ভৃগু-প্রধানাঃ
প্রজেশ-ভূতেশ-সুরেশমুখ্যাঃ।
সর্ব্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না
মূর্দ্ধ্ন্যার্পিতং লোকহিতং বহাম।। [ভাঃ ৯।৪।৫৪]

গৌরপার্ষদ শ্রীল ভাগবতাচার্য্য-প্রভুকৃত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণীতে দুর্ব্বাসা-অম্বরীষ-সংবাদে পাই —

ব্রহ্মা বলে, শুন মুনি কহি তত্ত্বকথা।
প্রভু যে করিব তাহা না হয় অন্যথা।।

আমি, ভব, শশী, সূর্য্য, সুরেশ সত্বর।
যাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি' বহি নিরন্তর॥ [৯ম স্কন্ধ ১ম অঃ]

শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যায় উক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থে [১০।৬৩।৮৩-৮৬] শ্রীশিবজী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন —

মুঞি মহেশ্বর, 'নাথ', ব্রহ্মা প্রজাপতি।
মুনিগণ, সুরগণ, যত শুদ্ধমতি॥
সর্ব্বভাবে আমি-সব পশিলুঁ শরণে।
অন্যগতি নাহি, প্রভু! তুমি 'নাথ' বিনে॥
জগতের উতপতি, প্রলয়, পালন।
সর্ব্বজীব-পতি তুমি, সবার জীবন॥
জগতের আত্মা তুমি, পতি, গতি, প্রাণ।
চরণ ভজিলুঁ নাথ কর অবধান॥ [ভাগবত]

উপরি-উক্ত বেদ-বেদান্ত পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে জানা যায়, শ্রীহরিই সকলের মূল এবং শ্রীহরি হইতেই ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতাগণের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মা-শিব প্রভৃতি সকলেই শ্রীহরির আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া স্ব স্ব কার্য্য নিয়মিতভাবে করিতেছেন। মঙ্গলময় শ্রীশিব ভক্তাবতার। তিনি উপাসক-তত্ত্ব — ভক্ত-তত্ত্ব। তিনি সর্ব্বদা ভগবৎসেবায় উন্মত্ত। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গুণাবতার-প্রসঙ্গে বলিতেছেন —

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন গুণ-অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গী-করি করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার॥
ভক্তিমিশ্রকৃত-পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি' তার মন॥
গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি॥
কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়॥
নিজাংশ-কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি।
সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি॥

মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ।।
শিব মায়াশক্তি-সঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ।।
পালনার্থে স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত তাতে গুণ-মায়াপার।।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণসম-প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তিহোঁ অংশ, বেদে হেন গায়।।
ব্রহ্মা-শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার।। [মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ]

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন— "রুদ্র বিষ্ণুর সহিত ভেদাভেদতত্ত্ব। বিষ্ণু কখনও বিকারী নহেন। যেখানে মায়িক বিকার লক্ষিত হয়, তাহা বিষ্ণু হইতে ভিন্ন গুণাবতার-সংজ্ঞক শিব বা ব্রহ্মা। সুতরাং রুদ্র বিকার-বিশিষ্ট ভেদাভেদ-প্রকাশ জীবতত্ত্ব, স্বরূপতঃ কৃষ্ণস্বরূপ বিষ্ণু-তত্ত্ব নহেন, পরন্তু বৈষ্ণব-তত্ত্ব"।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আরও বলেন —

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তিহোঁ, সর্ব্বদেব-অবতংস।।
তিহোঁ করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব 'মুঞি কৃষ্ণদাস'।।
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর।।
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর।।
একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য।।

শ্রীমদ্ভাগবতের [১।১৮।২১]

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কোনাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ।।

—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন — "বিরিঞ্চোপহৃতং সেশমিতি চ তয়োরপি (ব্রহ্ম-শিবয়োরপি) উপাসকত্বমুক্তম্।"

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও বলেন—

"বিরিঞ্চোপহৃতং সেশমিত্যনেন শ্রীব্রহ্ম-শিবয়োরপ্যুপাসকত্বমুক্তম্।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন —

"পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হঞা॥" [আঃ ১।২০]

শ্রীমদ্ভাগবতেও [ভাঃ ৫।১৭।১৬] পাই —

ভবানীনাথৈঃ স্ত্রীগণার্ব্বুদ সহস্রৈরবরুধ্যমানো ভগবতশ্চতুর্মূর্ত্তের্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্ত্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ 'সঙ্কর্ষণ' সংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সন্নিধাপ্যৈতদভিগৃণন্ ভব উপধাবতি।

অর্থাৎ বৈষ্ণবরাজ শম্ভু পার্ব্বতীপ্রমুখ অর্ব্বুদ নারীগণের সহিত নিজের ইষ্টদেব ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেবে চিত্ত সন্নিবেশপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহার উপাসনা করেন।

শ্রীশিবজী দুর্গাদেবীকে বলিতেছেন —

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে॥
[ভাঃ ৪।৩।২৩]

হে দুর্গে! বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই বসুদেব। সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণরূপ বসুদেবে স্বপ্রকাশ-শক্তিযুক্ত ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ প্রকাশিত হন বলিয়া তাঁহার একটী নাম বাসুদেব। আমি সেই চিত্তাধিষ্ঠাতা শ্রীহরিকে সর্ব্বদা নমস্কারপূর্ব্বক সেবা করিয়া থাকি।

তিনি শ্রীহরিকেও (ভাঃ ৪।৭।২৯) বলিতেছেন — হে বরদ! ভবদীয় শ্রীচরণ নিখিল বাঞ্ছিত ফল-প্রদানে সমর্থ। এইজন্য নিষ্কাম মুনিগণও আদরপূর্ব্বক উহার সেবা করিয়া থাকেন। আমার চিত্ত আপনার সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীপাদপদ্মে সংলগ্ন

রহিয়াছে। সর্ব্বদা আপনার ভজনে তন্ময়হেতু আমার বাহ্যিক আচারের দিকে দৃষ্টি থাকে না। মূর্খলোকসমূহ সেই কারণে আমাকে আচারভ্রষ্ট বলিয়া মনে করে। হে প্রভো, তাহাও আপনার কৃপায় কিছুমাত্র গ্রাহ্য করি না।

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভু বলিয়াছেন — [ভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ অনুঃ] শ্রীব্রহ্মাশিবাবপি বৈষ্ণবত্বেনৈব ভজেত। [ভাঃ ২।৯।৫]— "স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ," [ভাঃ ১২।১৩।১৬]— "বৈষ্ণবানাং যথাশম্ভুঃ" ইত্যাদ্যঙ্গীকারাৎ। তদেবং বৈষ্ণবত্বেনৈব শিব-ভজনং যুক্তং। অনন্যভক্তাঃ শ্রীশিবমপি বৈষ্ণবত্বেনৈব মানয়ন্তি, কেচিৎ কদাচিত্তদধিষ্ঠানত্বেনৈব বা।

অর্থাৎ— ব্রহ্মা, শিবকে বৈষ্ণবরূপে ভজন করিবে। যেহেতু "ব্রহ্মা আদিদেব, জগতের পরম গুরু; নদীগণের মধ্যে যেরূপ গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে যেরূপ শ্রীহরি শ্রেষ্ঠ, পুরাণগণের মধ্যে যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভু প্রধান" — এইরূপভাবে শাস্ত্র ব্রহ্মা ও শিবকে বৈষ্ণবরাজ বলিয়াছেন। অতএব বৈষ্ণব-বুদ্ধিতেই শিবপূজা করা উচিত। অনন্যভক্তগণ শিবকে বৈষ্ণবরূপেই আদর করেন। কেহ বা তাঁহাকে ভগবদধিষ্ঠানরূপে সম্মান করিয়া থাকেন।

শ্রীশিবজী জগদ্‌গুরু, বৈষ্ণবরাজ। তিনি মঙ্গল-মূর্ত্তি। গঙ্গা জল-কুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন জল নহেন, হনূমানজী বানর-কুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন বানর নহেন, গরুড় পক্ষী-কুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন পক্ষী নহেন, তুলসী বৃক্ষ-কুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন বৃক্ষ নহেন, পরন্তু জগদ্‌গুরু; সেইরূপ শিবও দেবতা-কুলে আসিয়াছেন বলিয়া দেবতা-বিশেষ নহেন, তিনি গুরু—ভগবৎপ্রিয় ভক্ত। শ্রীশিবজী চরাচর জগতের গুরু, নির্বৈর, প্রশান্তমূর্ত্তি, শ্রীহরিতে প্রেম-বিশিষ্ট ও জগতের পরম দেবতা। তিনি বিশ্ব-বান্ধব এবং সাক্ষাৎ মঙ্গল-স্বরূপ। শ্রীশিব— ব্রহ্মা, নারদ, মনু, জনক প্রভৃতি দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম মহাজন এবং চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের আদিগুরু। মহাভাগবত মহাদেব গুণাধীশ তত্ত্ব— প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াও প্রকৃতির অন্তর্গত হইবার যোগ্যতা অতিক্রম করিয়া বিরাজিত। এই শ্রীশিবজীর কৃপা লাভ করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি, প্রচেতাগণ প্রভৃতি অনেকেই ভগবৎ-কৃপা ও ভগবৎ-সেবা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন —

শ্রীকৃষ্ণে বৈষ্ণবানান্তু প্রেমভক্তির্বিবর্দ্ধতে।

কৃষ্ণভক্তিরসাসারবর্ষি-রুদ্রানুকম্পয়া॥ [১৪শ বিলাস ৮২]

কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত শ্রীশিবের কৃপায় বৈষ্ণবগণের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমভক্তি বর্দ্ধিত হয়। এইজন্য শুদ্ধভক্তগণ শ্রীশিবকে কৃষ্ণপ্রিয়তম-বিচারে কৃষ্ণ-প্রসাদ-নির্ম্মাল্যদ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন এবং শিবের নিকট ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রার্থনা না করিয়া একমাত্র নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রীতিই কামনা করেন। কারণ শ্রীমহাদেব স্বয়ং নিরুপাধিক কৃষ্ণ-প্রেমের অবধূত। নিরন্তর পঞ্চমুখে হরিনাম করিয়াও নামাচার্য্য শম্ভুর আশা মিটে না। তাঁহার কৃপা হইলে শ্রীহরিনামে জীবের রুচি হইয়া থাকে।

পৃথক্ ঈশ্বরবুদ্ধিতে ব্রহ্মা-শিবাদির পূজা ভক্তিবাধিকা, কিন্তু ভক্তবুদ্ধিতে ব্রহ্মা-শিবাদির পূজা করিলে অনন্য ভক্তির ব্যাঘাত হয় না। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন —

"পৃথক্-পৃথগ্ দেবতাত্বেন পূজা হ্যনন্যতাবিঘাতিনী, ন তু তদঙ্গত্বেন।"

বৈষ্ণবপ্রবর শিবের নিন্দা মহাপরাধ ও অমঙ্গলজনক। যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত হইয়াও মহাভাগবত শিবের নিন্দা করে, তাহাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন —

যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তভাবমাশ্রিতঃ।

বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥ [কূর্ম্মপুরাণ]

একান্তভাবে আমার ভজন করিয়াও যাহারা মঙ্গলময় শিবের নিন্দা করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকে গমন করে।

শাস্ত্র আরও বলেন —

পরাৎপরতরং যান্তি নারায়ণপরায়ণাঃ।

ন তে তত্র গমিষ্যন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্॥ [কূর্ম্মপুরাণ]

গোপালং পূজয়েদ্যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতাম্।

অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি॥ [গৌতমীয় তন্ত্র]

মদ্ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ।

উভৌ তৌ নরকৌ যাতৌ যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ॥ [হরিভক্তিবিলাস]

যিনি গোপালের পূজা করেন, অথচ অন্য দেবতার নিন্দা করেন, তাঁহার পরমধর্ম্ম ভক্তিলাভ দূরে থাকুক, পূর্ব্বধর্ম্মও বিনষ্ট হয়। যাহারা হরিভক্ত অভিমান করিয়া শিবের নিন্দা করে অথবা শিবভক্ত অভিমান করিয়া শ্রীহরির নিন্দা করে, তাহারা উভয়েই নরকে গমন করে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শিবের প্রতি ভগবদুক্তিতেও পাই —

যে আমার ভক্ত হই' তোমা অনাদরে।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে।। [অন্ত্য ২য় পরিচ্ছেদ]
পূজয়ে গোবিন্দ যেবা, না মানে শঙ্কর।
এই পাপে অনেকে যাইব যম-ঘর।। [চৈঃভাঃমঃ ৩য় পরিচ্ছেদ]
নিজপ্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হঞা।।
শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।
এতেকে শঙ্কর-প্রিয় সব ভক্তবৃন্দ।।
না মানে চৈতন্য-পথ বোলায় বৈষ্ণব।
শিবেরে অমান্য করে, ব্যর্থ তার সব।। [চৈঃভাঃঅঃ ২য় পরিচ্ছেদ]
শিব প্রিয় বড়, কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে।।
'শিব রাম গোবিন্দ' বলিয়া গৌর-রায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়।।
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ।। [চৈঃভাঃঅঃ ২য় পরিচ্ছেদ]
সকৃৎ যে জন বলে 'শিব' হেন নাম।
সেহ কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্ব তান।।
সেইক্ষণে সর্ব্বপাপ হৈতে শুদ্ধ হয়।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয়।।
হেন 'শিব'-নাম শুনি যার দুঃখ হয়।
সেইজন অমঙ্গল-সমুদ্রে ভাসয়।।
যদ্দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।
পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ।।

[ভাঃ ৪।৪।১৪]

শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে।
শিব যে না পূজে, সে বা মোরে পূজে কেনে?
মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার॥
কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতাং পাপপুরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সংপূজয়েন্নহি॥
অতএব সর্ব্বাদ্যে শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে।
প্রীতে শিব পূজি পূজিবেক সর্ব্ব-দেবে॥
প্রথমং কেশবং পূজাং কৃত্বা দেব মহেশ্বরম্।
পূজনীয়া মহাভক্ত্যা যে চান্যে সন্তি দেবতাঃ॥ [চৈঃভাঃঅঃ ৪র্থ স্কন্দবচন]

যাহারা জগদ্গুরু শ্রীমহাদেবের নিন্দা করে তাহারা যেমন অপরাধী ও নারকী, আবার যাহারা শিবকে নারায়ণের সহিত সমান মনে করিয়া পৃথক্ দেবতারূপে বা স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধিতে শিবপূজা করে তাহারাও সেইরূপ পাষণ্ডী।

শাস্ত্র বলেন —

ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ।
একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ॥ [বৈষ্ণবতন্ত্র]
যস্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ [পদ্মপুরাণ]

যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তি বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতাকে সমান জ্ঞান করে, তাহারা একাগ্রচিত্ত হইলেও শ্রীহরিপাদপদ্মে ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

শাস্ত্র আরও বলেন —

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥ [পদ্মপুরাণ]

যিনি বিষ্ণুবিগ্রহে বা শালগ্রামে শিলা-বুদ্ধি, শ্রীগুরুদেবে মনুষ্য-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে

জাতিবুদ্ধি, কলি-মল-নাশক বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের চরণামৃতে জল-বুদ্ধি, শ্রীহরিনামে ও মন্ত্রে সামান্য শব্দ-বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে অন্য দেবতার সহিত সমান মনে করেন, তিনি নিশ্চয়ই নারকী। শাস্ত্রে কোথাও কোথাও যে শ্রীহরির সহিত মহাদেবের অভেদসূচক বাক্য পাওয়া যায় এবং হরি-হর একাত্মা বলিয়া যে কথা শুনা যায় তাহার অর্থ এই যে — শিব ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়াই ভগবানের সহিত অভিন্ন; কিন্তু পরমেশ্বর বলিয়া নহে, শ্রীহরিই একমাত্র পরমেশ্বর। জগদ্গুরু শম্ভু যে ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়াই ভগবানের সহিত অভিন্ন; কিন্তু পরমেশ্বর বলিয়া নহে, শ্রীহরিই একমাত্র পরমেশ্বর, জগদ্গুরু শম্ভু যে ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত বৈষ্ণবরাজ, তাহা ইতঃপূর্ব্বে আমরা বহু শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছি। প্রচেতাগণের উক্তিতেও আমরা পাই — প্রচেতাগণ শ্রীমহাদেবের কৃপায় শ্রীহরির দর্শন লাভ করিয়া বলিতেছেন —

বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎসস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃ স্মঃ।।

[ভাঃ ৪।৩০।৩৮]

হে ভগবন্, শিব আপনার প্রিয়তম সখা— পরম ভক্ত। সেই ভক্তরাজ মহাদেবের ক্ষণমাত্র সঙ্গ-প্রভাবে আমরা আজ ভবরোগ-নাশক এবং পরম গতিস্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিলাম।

এইজন্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।। [ভক্তিসন্দর্ভ]

অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণ ভগবানের সহিত শ্রীগুরুদেবকে ও শ্রীশিবকে ভগবৎ-প্রিয়তমবুদ্ধিতেই অভেদ বলিয়া জানেন।

অতএব অসমোর্দ্ধতত্ত্ব শ্রীহরির সহিত অন্য কোন দেবতাকে সমান মনে করা উচিত নয়। শ্রীহরিই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর। তিনি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, অন্য সকলেই (তাঁহার) পরতন্ত্র—তাঁহার ইচ্ছায় চালিত। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহারও স্বতন্ত্র স্বাধীনতা বা কর্ত্তৃত্ব নাই। আমরা ইহা পূর্ব্বে ব্রহ্মা-শিবের উক্তি হইতেও জানিতে পারিয়াছি যে, তাঁহারা সকলেই শ্রীহরির অনুগত এবং সর্ব্বদা শ্রীহরির ইচ্ছায় পরিচালিত। তাই ব্রহ্মা বা শিবকে বিষ্ণুভক্ত

না জানিয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা করিলে যে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, তাহা বলাই বাহুল্য। এইজন্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন —

স্বতন্ত্রত্বেন ভজনে তু ভৃগুশাপো দুরত্যয়ঃ; যথা চতুর্থে —

ভৃগুঃ প্রত্যসৃজচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ম্।
ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্র-পরিপন্থিনঃ॥ [ভাঃ৪।২।২৭-২৮]

অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে শিবভজন-বিষয়ে ভৃগুমুনির একটী ভীষণ অভিশাপ আছে; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে —

দক্ষযজ্ঞে কর্ম্মকাণ্ডরত বিপ্রগণের প্রতি শিবানুচর নন্দীর অভিশাপ শুনিয়া মহর্ষি ভৃগুও (শিবানুচরদিগকে লক্ষ্য করিয়া) এই ব্রহ্মদণ্ড-স্বরূপ দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিশাপ প্রদান করিলেন যে, "যাহারা ঈশ্বর-বুদ্ধিতে শিবের ভজনা করিবে অথবা তাদৃশ ভজনকারিগণের অনুগামী হইবে, তাহারা সচ্ছাস্ত্র পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদির প্রতিকূল আচরণকারী বলিয়া পাষণ্ডীরূপে গণ্য হউক"।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যলীলা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩৯৯ পয়ারের তথ্যে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বলিয়াছেন—

"অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিসকল মহাদেবের কৃষ্ণসেবাময় মাহাত্ম্য এবং কোন কোন পৌরাণিক আখ্যায়িকার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন, শিব— রামাদি বিষ্ণুতত্ত্ব এবং সীতাদি লক্ষ্মীরও পূজিত ঈশ্বর। সুতরাং রুদ্রই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, বিষ্ণু তাঁহার অধীন। কেহ কেহ বা বিষ্ণুকে রুদ্রের সহিত সমান বা রুদ্রেরই নামান্তর বিবেচনা করিয়া অতাত্ত্বিক সমন্বয়বাদের আবাহন করেন। কিন্তু নিখিল শ্রৌতশাস্ত্র ও যুক্তি তাহা নিরাস করিয়াছেন।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ [পদ্মপুরাণ]

যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা-রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সহিত সমান মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, রুদ্র বাণ রাজার যুদ্ধে ভগবান্ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া তাঁহাকেই মূল দেবতা ও পরমেশ্বর বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। তবে যে

শ্রীবিষ্ণু কোন কোন স্থলে রুদ্রের পূজাদি লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, শাস্ত্রে তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিত আছে —

নিজ নিষ্কপট ভক্ত ব্যতীত ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকামী জীবগণের নিকট রুদ্রোপাসনা প্রচারার্থ ভগবান্ বিষ্ণু রুদ্রের আরাধনার অভিনয় প্রদর্শন করেন। নারায়ণীয়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে এ বিষয়টী পরিস্ফুট রহিয়াছে— হে অর্জ্জুন! আমি বিশ্বের আত্মা, আমি রুদ্রের যে পূজা করি, তাহা আত্মারই পূজা। আমি যাহা অনুষ্ঠান করি, লোকসমূহ তাহার অনুবর্ত্তন করে। এই উদ্দেশ্যেই আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি। বিষ্ণু কোন দেবতাকেই প্রণাম করেন না। আমি আত্মাকেই রুদ্র বলিয়া পূজা করি। আমি বিশ্বের অন্তর্য্যামী। "রুদ্রাদি দেবতা পূজ্য" এই শিক্ষা আমিই প্রদান করিয়াছি। আমি যদি রুদ্র-পূজার আদর্শ প্রদর্শন না করি, তাহা হইলে ঐ প্রমাণ লোকে গ্রহণ করিবে না; এইজন্যই আমি নিজে আচরণ করিয়া আমার ভৃত্যের পূজা আমিই শিক্ষা দিয়া থাকি। আমার সমান বা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। সুতরাং শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিতে আমি কাহারও পূজা করি না। আমার অংশ বলিয়াই লোক শিক্ষার্থ আমি রুদ্রাদি দেবতার পূজার আদর্শ প্রদর্শন করি। মহাভারতে আছে— ব্রহ্মা রুদ্রকে বলিয়াছিলেন, বিষ্ণু— তোমার, আমার ও অপর দেবীসমূহের অন্তর্য্যামী। তাঁহাকে কেহই কোনরূপ অক্ষজ জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারে না।

"শ্রীরামচন্দ্র জগতে বৈষ্ণববর শিবের পূজা-প্রচারার্থ শিবপূজার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া যদি শিবই পরমেশ্বর হন, আর শ্রীরামচন্দ্র তদধীন হন, তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের পূজা করিয়াছেন বলিয়া সমুদ্রকেও 'পরমেশ্বর' বলিতে হয়।এইরূপ কোথাও কোথাও ভগবৎ-পার্ষদগণ যে দেবতান্তরের পূজার অভিনয় করিয়াছেন, তাহা বিষ্ণুর অধীন সেই সেই দেবতার পূজা জগতে প্রচারার্থ বলিয়া জানিতে হইবে। উহা শ্রীভগবৎ-পার্ষদবর্গের 'সমস্ত দেবতা বিষ্ণুর অধীন'— ইহা প্রচারার্থ-লীলা মাত্র। ভগবান্ বিষ্ণুই— সর্ব্বেশ্বর। তিনি যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ও প্রলয়কর্ত্তা রুদ্রের ন্যায় জগতের স্থিতি-বিধান করেন, তাহা চৌরমধ্যে প্রবিষ্ট রাজার ন্যায় জগতের কার্য্যের জন্য তাঁহার দেবতাগণের মধ্যে প্রবেশ মাত্র।প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা ও রুদ্র বিষ্ণুরই শক্তিতে সৃষ্টি ও সংহারকার্য্যে সামর্থ্য লাভ করেন। সুতরাং বিষ্ণুই ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার নিত্য আরাধ্য।" [সিদ্ধান্তরত্ন]

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ।
প্রাদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবার্ত্ত স্বকং পুরম্॥

ভগবান্ বিষ্ণু নারায়ণ প্রভৃতি কয়েকটি নাম ভিন্ন স্বকীয় নামসমূহ ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণকে প্রদান করিয়াছেন। যেমন রাজা নিজ রাজধানী ব্যতীত অন্যান্য নগরসমূহ অমাত্য-ভৃত্য প্রভৃতিকে বাসার্থ প্রদান করেন, তদ্রূপ স্বরাট্ পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণুও স্বকীয় বিশেষ কয়েকটী নাম ভিন্ন অপরাপর নামগুলি অন্যান্য দেবতাকে ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছেন।”

যাঁহারা ব্রহ্মা-রুদ্রাদির নিত্য আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব ও সর্ব্বকারণত্ব অস্বীকার করিয়া ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতার পূজক হন, কিংবা শিবের পূজা বা ব্রহ্মার পূজা করিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে মনে করেন, তাঁহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। একমাত্র শ্রীবিষ্ণু-পূজকের বিনাশ নাই, আর সকলের বিনাশ আছে। একমাত্র শ্রীহরির পূজকই বিধিপূর্ব্বক পূজাকারী, আর সকল পূজকই অবৈধ; এইজন্য তাঁহাদের কর্ম্মমার্গে বিচরণ ও বিনাশ অনিবার্য্য। গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ [গীঃ ৯।২৩।২৪]

হে অর্জ্জুন, যাহারা শ্রদ্ধার সহিত দেবতাগণের পূজা করে, তাহারা আমারই পূজা করিয়া থাকে; কারণ, আমিই সকলের মূল কারণ— সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ও সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা। কিন্তু তাহারা আমার সর্ব্বেশ্বরত্ব ও সর্ব্বকারণত্ব না জানিয়া অন্যান্য দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা করে বলিয়া তাহাদের পূজা অবৈধ হইয়া থাকে। এজন্য তাহারা পরাশান্তি লাভ করিতে পারে না, পরন্তু সংসার-মার্গে ভ্রমণ করিয়া অধঃপতিত হয়।

দশজন প্রচেতা ভগবৎ-প্রিয় ভক্ত-বুদ্ধিতে যেরূপ মহাদেবের পূজা করিয়াছেন, সেইরূপ পূজাই বিধিসম্মত ও আদর্শ। অন্যপ্রকার শিবপূজার ছলনা গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে অবৈধ ও পাষণ্ডিতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

আমরা শাস্ত্রে মহাদেব এবং ব্রহ্মার ভক্তগণের অর্থাৎ তত্তৎ দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধিতে পূজাকারীগণের দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের উভয়কে প্রণামপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীহরির দাসত্বই অবলম্বন করিয়াছি। কারণ প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ, বলি, অম্বরীষ প্রভৃতি বিষ্ণুপরায়ণ বলিয়া তাঁহারা শম্ভু ও ব্রহ্মার পরম প্রীতিভাজন ও জগন্মঙ্গলবিধায়ক। আর বিষ্ণুকে অনাদর করিয়া রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক প্রভৃতি অসুরগণ ব্রহ্মা এবং মহাদেবের ভক্তাভিমান করিয়াও তাঁহাদের প্রিয় হইতে পারে নাই, এইজন্য তাহারা জগতের পরম শত্রু হইয়াছিল।

রাবণ ব্রহ্মার ভক্ত ছিল। কিন্তু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হওয়ায় সে ব্রহ্মার প্রদত্ত মৃত্যুশরেই নিহত হইল। ব্রহ্মা রাবণ-বধের জন্য নিজদত্ত ঐ মৃত্যুশরের কথা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণে জ্ঞাপন করেন। সুতরাং বিষ্ণু-বিদ্বেষীকে ব্রহ্মা কখনও ভক্ত বলিয়া স্বীকার করেন না, পরন্তু তাহার বিনাশই আকাঙ্ক্ষা করেন।

পৌণ্ড্রকও আপনাকে একজন শিবভক্ত বলিয়া অভিমান করিত। সে শিবের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরূদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে বিনষ্ট হয়।

বৃকাসুর শিবের ভক্তাভিমানী ছিল। অনেক তপস্যা করিয়া এই বৃক শিবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হয় যে, যাহার মস্তকে সে হস্ত স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তি তন্মুহূর্ত্তেই মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। বৃক এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া ঐ বরের ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে বর-প্রদাতা শিবেরই মস্তকে হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হইল। শিব উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈকুণ্ঠ-নাথ শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিষ্ণু ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণপূর্ব্বক বৃককে বলিলেন— "শিবের কথায় বিশ্বাস করিও না। তুমি আপনার মস্তকে হস্ত দিয়া পরীক্ষা কর।" বৃক বিষ্ণুর আদেশানুসারে নিজ মস্তকে হস্ত দেওয়া মাত্রই বিনষ্ট হইল। এইরূপ শিবভক্তের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

ক্রৌঞ্চ ব্রহ্মার ভক্ত ছিল। ব্রহ্মার নিকট হইতে ক্রৌঞ্চ শক্তি লাভ করিয়া দেবতাগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয়। দেবতাগণ ব্রহ্মার শরণাগত হইলে ব্রহ্মা কার্ত্তিককে সেনাপতি করিয়া পাঠান; কার্ত্তিক ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করেন। এইরূপ ক্রৌঞ্চ ব্রহ্মার ভক্ত হইলেও তৎকর্ত্তৃকই নিহত হইয়াছে।

কৃষ্ণ-সেবা অপেক্ষা কৃষ্ণভক্ত শিবের পূজায় কৃষ্ণ বেশী সন্তুষ্ট হন। কিন্তু কৃষ্ণসেবায় উদাসীন বা কৃষ্ণসেবা-বিদ্বেষী হইয়া শিবের পূজার ছলনা— পাষণ্ডতা ও হরিহরের অসন্তোষ-বিধায়ক। কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের পূজা-প্রভাবে হৃদয়ে নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রীতিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে— ভোগ-মোক্ষ-পিপাসা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হইবে। যাহারা নিত্য উপাস্য শ্রীহরির সেবা-বিমুখ, তাহারা কখনও শিবের প্রিয় হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা অচ্যুতকেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, সকলের মূল কারণ ও নিত্য উপাস্য জানিয়া ভজন করেন এবং ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণকে তদীয় প্রিয় ভক্ত জানিয়া আদর করেন, তাঁহারাই সকলের প্রীতিভাজন হইতে পারেন এবং বাস্তব মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যপ্রভু ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে বলিতেছেন —

তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটিদেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে॥
সূর্য্যের সাক্ষাৎ করি রাজা সত্রাজিৎ।
ভক্তিবশে সূর্য্য তান হইলা বিদিত॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞা-ভঙ্গ দুঃখে।
দুই ভাই মারা যায় সূর্য্য দেখে সুখে॥
বলদেব শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্যোধন।
তোমারে লঙ্ঘিয়া পায় সবংশে মরণ॥
হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার॥
শিরশ্চেদি শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা লঙ্ঘি পাইলেক সবংশে মরণ॥
সর্ব্বদেব-মূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত— সব তোমার কিঙ্কর॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই সেই দাস তাহারে সংহারে॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি দেব ভজে।
বৃক্ষমূল কাটি যেন পল্লবেরে পূজে॥

[চৈঃভাঃমঃ ১৯।১৭৬,১৯৭-২০০]

শাস্ত্র বলেন—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।

[ভাঃ ৪।৩১।১৪]

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে জল সেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্র, পুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, মূল ব্যতীত পৃথগ্ভাবে শাখা-প্রশাখায় জল সেচন করিলে তদ্রূপ হয় না; প্রাণে আহার প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয় কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে অন্নলেপনদ্বারা তাহা হয় না, সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজাদ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে। তিনি প্রসন্ন হইলে ত্রিভুবনই প্রসন্ন হয়। জগদ্গুরু শ্রীশিবজীও বলিয়াছেন—

প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রীয়েঽহং সচরাচরঃ।। [ভাঃ ৮।৭।৪৭]
যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত ব্রহ্মাণং বা পিতামহম্।
দ্রষ্টব্যস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।। [ব্রহ্মপুরাণ]

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হইলে চরাচর জগতের সহিত আমি (শিব) প্রীত হইয়া থাকি।

যিনি আমাকে (শিবকে) কিংবা পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান্ বাসুদেবকেই দর্শন করা উচিত। তাহা হইলেই আমাদের দর্শন সম্ভব হইবে।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

নাবৈষ্ণবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে।
ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনায় বিষ্ণুসামান্যদর্শিনে।।
ন যান্তি তৎপরং শ্রেয়ো বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।
সর্ব্বভাবৈরনাশ্রিত্য পুরাণং পুরুষোত্তমম্।।
তমেব তপসা নিত্যং ভজামি স্তৌমি চিন্তয়ে।
তেনাদ্বিতীয়মহিমা জগৎপূজ্যোঽস্মি পার্ব্বতি।। [বৃহৎসহস্রনাম স্তোত্র]

যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে আমার (শিবের) বা ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণের সহিত সমান মনে করে, তাদৃশ ভক্তি-শ্রদ্ধাবিহীন অবৈষ্ণব দুর্ভাগাকে কোন কিছু দান করিবে না।

যাহারা সর্ব্বদেবপূজ্য পুরুষোত্তম শ্রীহরিকে অনন্যভাবে আশ্রয় করে না, তাহারা কোনদিনই পরম মঙ্গল বা নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারে না। হে পার্ব্বতি! আমি সেই জগদীশ্বর শ্রীহরিকেই ভজনা করি, স্তুতি করি, চিন্তা করি। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আরাধনা-বলেই আজ আমি এতাদৃশ শক্তিশালী ও জগৎপূজ্য হইয়াছি।

তৎপরে শ্রীদুর্গাদেবীও বলিতেছেন—

অহো! সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ।
জগদাদিগুরুর্মূঢ়ৈঃ সামান্য ইব বীক্ষতে॥
অহো! বত মহৎকষ্টং সমস্তসুখদে হরৌ।
বিদ্যমানেঽপি সর্ব্বেশে মূঢ়াঃ ক্লিশ্যন্তি সংসৃতৌ॥
যমুদ্দিশ্য সদা নাথো মহেশোঽপি দিগম্বরঃ।
জটাভস্মানুলিপ্তাঙ্গস্তপস্বী বীক্ষতে জনৈঃ॥ [বৃহৎসহস্রনাম স্তোত্র]

"অহো! সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বদেবোত্তমোত্তম ও জগতের আদিগুরু বিষ্ণুকে মূঢ়সকল কি করিয়া অন্যান্য দেবতার সহিত সমান মনে করে?"

"হায়, সর্ব্ব-সুখপ্রদাতা জগৎপতি শ্রীহরি বিদ্যমান থাকিতে অজ্ঞসকল তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া এই দুঃখকর সংসারে কষ্ট ভোগ করিতেছে— ইহাই দুঃখ। আমার স্বামী শিবও যাঁহার আরাধনায় উন্মত্ত হইয়া অঙ্গে ভস্ম লেপন পূর্ব্বক দিগম্বর, অবধূত, তপস্বীরূপে দৃষ্ট হন, সেই লক্ষ্মীকান্ত মধুসূদন হইতে আর কে শ্রেষ্ঠ আছে?" পদ্মপুরাণও বলিতেছেন—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥

সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর শ্রীহরিই সকলের একমাত্র আরাধ্য। এইজন্য নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই তাঁহার আরাধনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তদ্ভক্ত ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণকে কখনও অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

সর্ব্বারাধ্য-তত্ত্ব

সত্ত্ব-প্রকৃতি মানবের পূজা সাত্ত্বিক, রজোগুণীর পূজা রাজসিক ও তমোগুণীর পূজা তামসিক নামে অভিহিত হয় এবং তাহার ফল ও পরিণাম শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা বিশদ্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রজোগুণীর রাজসিক পূজায় যে বলিদান-প্রথা আছে, তাহার শাস্ত্রীয় নিষেধ, অবৈধত্ব ও নিদারুণ পরিণাম বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। তামসিক পূজার পরিণাম যে নরকাদি দুঃখ, তাহাও গীতা-বাক্যদ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন জনগণের সাত্ত্বিকী পূজাও দূরদৃষ্টির অভাবে পরমার্থপ্রদ না হইয়া যে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণরূপ দুঃখাস্পদ হইয়া থাকে, তাহা এখানে শাস্ত্র-বাক্যাদির দ্বারা আলোচনা করা হইবে।

ভগবৎ-সৃষ্ট মায়ামুগ্ধ মানবগণ জাগতিক বিবিধ সুখাভিলাষী হইয়া ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি বহু দেবদেবীর অর্চ্চনাপূর্ব্বক সেই সেই দেবতা হইতে আরোগ্য, ধন, পুত্র ও কলত্রাদি প্রাপ্তিরূপ বর প্রার্থনা করিয়া থাকে। তাহারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া ইন্দ্র-চন্দ্রাদি, শিব-দুর্গাদি ও মনসাদি সকল দেবতার সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর সমতা জ্ঞান করে। অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপের যেরূপ মুক্তি দানাদি বৈশিষ্ট্য আছে, অন্যান্য সকল দেবতারই তাহা রহিয়াছে— এইরূপ বলিয়া থাকে। মায়ার প্রলোভনে ভুলিয়া তাহারা সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্‌ই যে একমাত্র ঈশ্বর, আরাধ্য বা উপাস্য, অপর সমস্ত দেবতাগণ তাঁহার আদেশে আধিকারিক দেবতারূপে বিশ্বসৃষ্টি, পালন ও সংহারাদি করিয়া থাকেন মাত্র; ঐসকল কার্য্যে দেবতাদের কোনও স্বতন্ত্রতা নাই, ইহা তাহারা ধারণাও করিতে পারে না। সুতরাং "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" [গীঃ ৭।২৯] এই বাক্য-প্রতিপাদিত ভগবানের সর্ব্বাত্মকতা জানিতে না পারিয়াই ঐরূপ মোহাচ্ছন্ন বাক্য-প্রয়োগ ও তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদিগকে পাষণ্ডীমধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত সং পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ [বৈষ্ণবতন্ত্র-বচন]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র-চন্দ্রাদি দেবতার সহিত ভগবৎ-স্বরূপকে (শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণাদিকে) তুল্য বা সমান জ্ঞান করে ও দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

অন্য দেবতা হইতে ভগবদ্-বৈশিষ্ট্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই শ্রীমদ্ভগবদগীতায় চারিটি শ্লোকে অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার-ঋক্-সাম-যজুরেব চ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধনং বীজমব্যয়ম্॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥ [গীঃ ৯।১৬।১৯]

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন— হে অর্জ্জুন! আমি বেদোক্ত অগ্নিষ্টোমাদি, আমি স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত পঞ্চযজ্ঞাদি, আমি পিতৃলোকার্থ শ্রাদ্ধাদি, আমি ওষধি-জাত অন্ন বা রোগ-নিবারক ভেষজ, আমি মন্ত্র, আমি হোমাদি-সাধক ঘৃত, আমি অগ্নি, আমিই হোম অর্থাৎ এই সমস্তই আমি। আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, (কর্ম্মফলের বিধান-কর্ত্তা), পিতামহ, বেদ্য (জানিবার বিষয়), পবিত্র (প্রায়শ্চিত্ত-রূপ শোধক), ওঙ্কার (প্রণব), ঋক্ (ঋগ্বেদ), সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ— সমস্তই আমি। আমিই গতি (কর্ম্মফল), ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা), প্রভু (পরিচালক), সাক্ষী (শুভাশুভ কর্ম্মদ্রষ্টা), নিবাস (ভোগের স্থান), শরণ (রক্ষক), সুহৃৎ (মঙ্গলকারী), প্রভব (সৃষ্টিকর্ত্তা), প্রলয় (নাশক), স্থান (আধার), নিধান (লয়ের স্থান), বীজ (কারণ), তথাপি অব্যয় (বিনাশহীন অর্থাৎ ধান্যাদি বীজের ন্যায় নাশশীল নহি)। হে অর্জ্জুন! আমিই আদিত্যরূপে থাকিয়া গ্রীষ্মকালে তাপ দেই, বৃষ্টির সময় বর্ষণ করাই, কখনও বা বর্ষণ নিয়মিত করি, আমিই অমৃত (জীবন), মৃত্যু (নাশ), সৎ (স্থূল দৃশ্যবস্তু), অসৎ (সূক্ষ্ম অদৃশ্য বস্তু)— এই সমস্তই আমি।

মানবের অধঃপতনের কারণ

ভগবানের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ তাঁহার এই সর্ব্বাত্মকত্ব মায়ামুগ্ধ মানবগণ না জানিয়া কিরূপ অধঃপতিত হয়, তাহাও নিজে জানাইয়া দিয়াছেন। যথা—

অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ [গীঃ ৯।১১-১২]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন— হে অর্জ্জুন! আমার দৈবী মায়ায় মুগ্ধ মানবগণ ক্ষুদ্র আশায় প্রভূতায়াসসাধ্য কর্ম্মকাণ্ডে রত হইয়া আমার সকল ভূত-মহেশ্বরত্বরূপ পরমতত্ত্ব অর্থাৎ আমার সর্ব্বাত্মকত্ব জানিতে পারে না। সেইজন্য ঐসকল মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। অর্থাৎ আমার দেহ শুদ্ধসত্ত্বময় হইলেও ভক্তের ইচ্ছাক্রমে তাহা মনুষ্যাকারে প্রকট হইয়া থাকে— তাহারা এই তত্ত্ব অবগত না হইয়া, সাধারণ মানব-দেহধারী তাহাদের মত আমাকে প্রাকৃত মনে করে। তাহারা মোঘাশা— অর্থাৎ আমা অপেক্ষা অন্য দেবতাগণ তাহাদের অভীপ্সিত ফল শীঘ্র দান করেন— এইরূপ নিষ্ফল আশাবিশিষ্ট হয়। সেজন্য আমার প্রতি বিমুখ হওয়ায় মোঘকর্ম্মা— অর্থাৎ বহু অর্থব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রমাদিদ্বারা বহু আড়ম্বরের সহিত যজ্ঞাদি এবং নানাদেবতার্চ্চনাদি কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সেই কর্ম্মগুলি নিষ্ফল হইয়া যায়। মোঘজ্ঞান— অর্থাৎ তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান নানা কুতর্কের আশ্রিত হওয়ায় ব্যর্থ হয়। সুতরাং তাহারা বিচেতা— বিক্ষিপ্তচিত্ত। এইসকল কারণে তাহারা রাক্ষসী— তমোগুণময়ী হিংসাদি-বহুলা ও আসুরী— রাজসী অর্থাৎ কাম-দর্পাদিপূর্ণা, মোহিনী— বুদ্ধিনাশকারিণী, প্রকৃতি— স্বভাব আশ্রয় করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে।

কর্ম্মই জীবের জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ-দ্বার

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন— অতিশীঘ্র ফললাভের আশায় এইরূপ অবজ্ঞাকারী অন্যদেবোপাসকগণ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) আদর করে না। সুতরাং ঐ সকল

অভক্তগণ আমার ভজন না করা হেতু নিরন্তর সংসার-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাদের জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ অনিবার্য্য। যথা—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতাপাপা, যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ [গীঃ ৯।২০-২১]

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন— বেদত্রয়-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ যজ্ঞসমূহ দ্বারা আমাকর্ত্তৃক নিযুক্ত আধিকারিক দেবতা ইন্দ্র-শিবাদিরূপে আমাকে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়া যজ্ঞের অবশেষ সোমরস বা প্রসাদ-চরণামৃতাদি পান করিয়া থাকে। তাহাতে পাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোক কামনা করে এবং দেহান্তে পুণ্যের ফল-স্বরূপ ইন্দ্রলোকে গমন করতঃ তথায় দিব্য ভোগসকল লাভ করে। তদনন্তর তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোকের সুখ উপভোগ করিয়া ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করে। আবার এইরূপে বেদ-বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহারা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া বলিলেন, যদি আপনি ব্যতিরেকে অন্য বস্তু নাই, তবে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসকগণও ত' আপনার ভক্ত হইতেছে। তবে তাহারা কেন সংসারে গতাগতি লাভ করেন ? তদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাযজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ [গীঃ ৯।২৩-২৪]

শ্রীভগবান্ বলিলেন— হে অর্জ্জুন! শ্রদ্ধাসহকারে যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারাও আমার উপাসনা করে সত্য, কিন্তু উহা অবিধিপূর্ব্বক (মোক্ষের প্রাপক বিধি ছাড়িয়া অর্থাৎ "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্"— 'একই পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র' এইরূপ পারমার্থিক দর্শন অথবা 'আমিই দাস' এইরূপ সেব্য-সেবকরূপ পৃথক্ ভাবনাই মোক্ষের দ্বার, তাহা উক্ত স্বতন্ত্র-দেবোপাসকগণের নাই বলিয়াই উহাদের উপাসনা অবিধি-পূর্ব্বক) কৃত হয়, তজ্জন্য তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে

গতাগতি লাভ করে। হে অর্জ্জুন! সমস্ত যজ্ঞের সেই সেই দেবতারূপে আমিই ভোক্তা, প্রভু অর্থাৎ স্বামী, অতএব যজ্ঞফলদাতাও আমিই। অন্য দেবতা স্বতন্ত্রভাবে যজ্ঞফল প্রদান করিতে পারেন না, আমিই সেই সেই দেবতারূপে স্বর্গাদি-প্রার্থিত ফলমাত্র দান করিয়া থাকি। তদতিরিক্ত অপর কিছুই দেই না। এইরূপ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ও সর্ব্বশক্তিমান্ আমাকে যথাবৎ না জানা হেতুই তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা সকল দেবতাতে আমাকেই অন্তর্যামীরূপে দেখিয়া যজন ও অর্চ্চনাদি করেন, তাঁহারা পুনরায় সংসার-ক্লেশ লাভ করেন না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই স্ব-কর্তৃত্বরূপ তাৎপর্য্য স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন। যথা—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।।
যে যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।।
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।। [গীঃ ৭।২০-২২]

বহির্ম্মুখ জনগণ নিজেদের অভিলষিত সেই সেই কামনাদ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া সেই সেই নিয়ম স্বীকারপূর্ব্বক স্বকীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তদনুরূপ অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে। সেই সেই ভক্ত যে যে দেবতারূপ আমার অপর মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই ভক্তের অন্তর্যামিরূপে সেই সেই দেবতা-বিষয়ক শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিয়া দেই। এইসকল জনগণ দৃঢ়-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেইসমস্ত দেবতামূর্ত্তির আরাধনা করিলে অন্তর্যামিরূপী আমি সেইসকল দেবতারূপে তাহাদিগের প্রার্থিত ফল দান করিয়া থাকি।

ভগবদ্ভজনকারীর বৈশিষ্ট্য

পূর্ব্বে "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" [গীঃ ৯।১১-১২] ইত্যাদি দুটী শ্লোকে মূঢ়, মোহিনী, রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি লাভ করিয়া তাহারা 'শ্রীভগবান্‌কে অবজ্ঞা করিয়া থাকে' বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার উক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী

শ্লোকে দৈবী প্রকৃতি (সত্ত্বগুণসম্পন্ন) জনগণ যে অনন্যভাবে ও সাক্ষাৎরূপে তাঁহার ভজন করেন, তাহা জানাইয়াছেন। যথা—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ [গীঃ ৯।১৩]

হে পার্থ! ভোগৈশ্বর্য্য-কামনাশূন্য মহাত্মগণ সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়াছেন জানিবে; সুতরাং তাঁহাদের চিত্ত আমা ব্যতীত অন্য কোথাও সংলগ্ন নহে। তাঁহারা আমাকে সর্ব্বভূতের কারণ ও অবিনশ্বর জানিয়া মদেকচিত্ত হইয়া আমারই ভজন করেন। মহাত্মগণের অনন্যভক্তির পরিণামও ভগবান্ স্বয়ং জানাইয়া দিয়াছেন। যথা—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ [গীঃ ৯।২২]

অর্থাৎ— অনন্যভাবে যে সকল ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমার আরাধনা করেন, আমি সেইসকল মদেকনিষ্ঠ ভক্তগণের যোগ-ক্ষেম বহন করি। যোগ অর্থাৎ ধনাদি লাভ ও ক্ষেম— তাহার রক্ষা এবং মোক্ষ-দানাদি সমস্ত, তাহারা প্রার্থনা না করিলেও আমি ব্যবস্থা করি। গীতার টীকাকার অর্জ্জুন মিশ্রই এই ভগবদ্বাক্যের প্রমাণ স্থল।

সর্ব্বফল-কামনায় একমাত্র শ্রীহরিই আরাধ্য

অনন্যভাবে ভগবদ্ভজনের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। অন্য দেবতার ভজনে প্রকৃত সুফল লাভ হয় না জানিয়া সকাম অবস্থাতেও ভগবদ্ভজনই মানবের একমাত্র করণীয়রূপে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব গোস্বামীপ্রভুও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ [ভাঃ ২।৩।১০]

অর্থাৎ— একান্ত ভক্ত, স্ত্রী-পুত্র-ধন-স্বর্গাদি যে-কোনও কামনাযুক্ত এবং মোক্ষকামী প্রভৃতি সকল সুবুদ্ধিজনগণই ঐকান্তিক ভক্তিযোগের সহিত পরমপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর ভজন করিবেন।

অন্য দেবতার ভজন পরমমঙ্গলদায়ক নহে। কারণ সে-সকল দেবতাগণ আশু সেই সেই ফলদাতা হইলেও সে-সকল ফল ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তাঁহাদের আরাধনায়

ক্ষণভঙ্গুর অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইলেও, পরমার্থ-লাভে বঞ্চিত হয় মনে করিয়াই সর্ব্বজ্ঞ ঋষি শ্রীশুকদেব নানাদেবতার ভজনে নানারূপ ফল নির্দ্দেশ করিয়া উপসংহারে এই শ্লোকটীর অবতারণা করিয়াছেন। এই শ্লোকস্থ মোক্ষকামীর মুক্তি-কামনাটী সর্ব্বকামান্তর্গত হইলেও, মুমুক্ষুগণ নিজেকে নিষ্কাম বলিয়াই অভিমান করেন। তাঁহাদের এই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য ঋষিবর পৃথক্ উক্তির দ্বারা মুক্তি কামনার সকামত্বই জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, বেদে দেবতাকাণ্ডে এবং পুরাণাদিতে নানা দেবতার্চ্চন ও তাহার ফলশ্রুতি ভূয়োভূয়ঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সর্ব্বাবস্থায় ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য হইলে, সে সকল বেদ-পুরাণ-বাক্যাদি কি নিরর্থক হইবে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে— বেদ-পুরাণাদির ঐ সকল বাণী তত্তৎ অধিকারিগণের চিত্ত মার্জ্জিত করিয়া সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ভক্তিপথে প্রবেশের ক্রম-সোপান মাত্র; অবশ্য-কর্ত্তব্য বা নিত্য-কর্ত্তব্যত্বরূপ চরম উপদেশ নহে। পিতা যেমন দুষ্ট পুত্রকে রোগমুক্ত করিবার জন্য মিষ্ট লড্ডুকাদি-দানের লোভ দেখাইয়া তিক্ত রস পান করাইয়া থাকেন, সেইরূপ বেদ-পুরাণও অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ সর্ব্বদা বিষয়াসক্ত মানবগণকে প্রথমতঃ তাহাদের আশু ভোগের বস্তু প্রদানকারী নানা দেবতার উপাসনার উল্লেখদ্বারা ভজন-প্রবৃত্তিটি জাগাইয়া দিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার হেয়ত্ব নির্ণয়পূর্ব্বক হরিভজনেরই সর্ব্বত্র উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যথা—

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্।। [ভাঃ ১০।৮১।১৯]

অর্থাৎ— শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবনই মানবগণের স্বর্গস্থ, মর্ত্তস্থ ও পাতালস্থ যাবতীয় ঐশ্বর্য্য-ভোগ, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি এবং মুক্তিলাভের একমাত্র মূল কারণস্বরূপ হইয়া থাকে।

শ্রীহরির প্রীতিতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রীতি

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেও যাগ-যজ্ঞাদি বা অন্য-দেবতার্চ্চনাদি সমস্ত কার্য্যই সর্ব্বমূলাধার শ্রীহরির প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হইত; যেহেতু তাঁহার প্রীতিতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সন্তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। যথা—

প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥ [মৎস্য পুঃ]

হে পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীহরি, আপনি যজ্ঞাদি সকল কার্য্যের একমাত্র ঈশ্বর; অতএব আমার এই কৃতকার্য্যের দ্বারা আপনি প্রীত হউন। আপনি তুষ্ট হইলেই সর্ব্বজগৎ তুষ্টিলাভ করে এবং আপনি প্রীত হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই প্রীতি-বিধান হইয়া থাকে।

এই বিষয়ে বহু বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। মহাভারতের বনপর্ব্বে দেখা যায়— কুরুরাজ দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকে দ্বাদশ বর্ষের জন্য বনবাসে পাঠাইয়াও তৃপ্ত হন নাই, তাঁহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে একদিন সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষিকে দ্রৌপদীর আহারান্তে অতিথি হইবার জন্য অনুরোধ করেন। সে-মতে দশ হাজার শিষ্যসহ দুর্ব্বাসা ঋষি পাণ্ডব-শিবিরে দ্রৌপদীর ভোজনান্তে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে পঞ্চপাণ্ডবসহ দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। সকলে মিলিয়া আকুলপ্রাণে তাঁহাকে ডাকার ফলে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের উপস্থিত বিপদের কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সে বিষয়ে কোন কিছুই না বলিয়া নিজে অত্যন্ত ক্ষুধিতের অভিনয়পূর্ব্বক রন্ধনপাত্র-সংলগ্ন একটী অন্নের কণিকা ও শাক-কণিকা ভোজন করিয়া তৃপ্তির উদ্গার দিবার সঙ্গে সঙ্গে সশিষ্য দুর্ব্বাসার ভোজনকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। তাঁহাদের আর জলবিন্দু গ্রহণের শক্তি রহিল না।

আরও দেখা যায়, রাজা উত্তানপাদ-পুত্র ধ্রুব পিতার ক্রোড়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে দেখিয়া নিজেও পিতৃক্রোড়ে বসিতে চাহিলেন। রাজার অতীব আদরিণী পত্নী সুরুচি, সতীনী পুত্র তাহার পুত্রের স্থান অধিকার করিতে চাহে দেখিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন— ওহে ধ্রুব! যদি রাজক্রোড়ে বা রাজসিংহাসনে বসিতে বাসনা থাকে, তবে শ্রীহরির আরাধনা করতঃ আমার উদরে জন্মগ্রহণ কর, তাহা হইলেই তোমার আশা পূর্ণ হইবে। আদরিণী পত্নীর ভয়ে রাজা উত্তানপাদ কিছুই বলিলেন না এবং পুত্রকেও ক্রোড়ে করিলেন না। ধ্রুব ক্রন্দন করিতে করিতে সুনীতি মায়ের কাছে উপস্থিত হইলে মাতা সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন— ধ্রুব, সুরুচির কথা সত্য, তুমি হরিভজন করিলে তৎকৃপায় এই জন্মেই তোমার পিতার রাজ্য হইতেও উত্তম রাজ্যের অধীশ্বর হইতে পারিবে।

মাতার কথায় পাঁচ বৎসরের শিশু শ্রীহরিভজনের ঐকান্তিকতা লইয়া বনে গমন করিলেন। তাহার হরিভজনের ঐরূপ আগ্রহাতিশয্যের ফলেই দেবর্ষি নারদ কৃপা করিয়া তাহাকে দীক্ষা দানপূর্ব্বক ভজন-প্রণালীর উপদেশ করিলেন। সে-মতে ধ্রুব কায়িক উপবাসাদি ও কঠোরতার সহিত মন্ত্রজপ করিবার ফলে ছয় মাসের মধ্যেই সিদ্ধি লাভ করিয়া ভগবদ্দর্শন লাভ করেন। তখন জাগতিক ভোগের হেয়ত্ব বোধ করিয়া ধ্রুব ভগবৎ-সেবা প্রার্থনা করিলেও ভগবানের আদেশে কিছুদিন রাজ্য পরিচালনাদি রাজসুখ ভোগের জন্য যখন পিতৃরাজ্যে আগমন করেন সেই সময় সুরুচি, যিনি পূর্ব্বে সতীনীপুত্র বলিয়া বিষ-দৃষ্টিতে দেখিতেন আজ তিনি শত্রুতা ভুলিয়া তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিতে চলিলেন। ইহার মূলে 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্' এই শাস্ত্র বাণীরই সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীহরির পূজাতেই সকলের পূজা ও তুষ্টি

ভগবানের মায়ামুগ্ধ জীব-নিচয়মধ্যে মানবগণেরই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তন্মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে যদি কোনও মানব সদ্গুরুর যাদৃচ্ছিকী কৃপা লাভ করিয়া একমাত্র ভগবৎ-পূজাদিতে রত হন, তবে তাঁহার আর অন্য কাহারও পৃথক্‌ভাবে পূজা করিতে হয় না। ভগবৎ-পূজাতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলের পূজা ও তুষ্টি বিধান হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুযামল-সংহিতায় ইহা স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

যৎ পূজনেন বিবুধাঃ পিতরোঽর্চ্চিতাশ্চ তুষ্টা ভবন্তি ঋষি ভূত সলোকপালাঃ।
সর্ব্বে গ্রহাস্তরণি-সোম-কুজাদিমুখ্যা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অর্থাৎ যাঁহার পূজার দ্বারা দেবতাসকল, পিতৃগণ, ঋষিগণ, ভূতসকল, ইন্দ্রাদি-লোকপালগণ, সূর্য্য-চন্দ্র-মঙ্গলাদি স্বগণসহিত নবগ্রহগণ এবং বৈনায়কাদি মাতৃগ্রহ-বালগ্রহ প্রভৃতি সমুদয় গ্রহগণ সকলেই সম্পূর্ণরূপে পূজিত ও পরিতুষ্ট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের আমি ভজনা করি।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতও একটী সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন—

যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন, তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং, তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

[ভাঃ ৪।৩১।১৪]

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুরূপে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা ও পত্র-পুষ্পাদি সঞ্জীবিত হয় এবং মূলদেশ ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে পৃথক্‌ভাবে জলসেচন করিলে সকলে শুকাইয়া যায়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে অর্থাৎ অন্নাদি উদরস্থ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই যেরূপ তৃপ্তি সাধিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অন্ন লেপন দ্বারা কাহারও তৃপ্তি বিহিত হয় না; সেইরূপ একমাত্র সর্ব্বমূলাধার শ্রীভগবানের পূজার দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে; তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ পূজার প্রয়োজন হয় না। শ্রীস্কন্দ-পুরাণেও তাহাই বর্ণন করিতেছেন। যথা—

অর্চ্চিতে দেবদেবেশ অজ-শঙ্খ-গদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ পিতরো দেবা যতঃ সর্ব্বময়ো হরিঃ ॥

অর্থাৎ পদ্ম-শঙ্খ-গদাধর দেবদেবেশ শ্রীভগবান্ অর্চ্চিত হইলে দেবগণ এবং পিতৃগণ সকলেই অর্চ্চিত হন, যেহেতু শ্রীহরি সর্ব্বময় অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর বলিয়া দেবগণ ও পিতৃগণ সকলের মূল-স্বরূপ হন। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বীয় উত্তর গীতায়ও স্বয়ং-ভগবানের এইরূপ উক্তি দেখা যায়। যথা—

দেবাদীনাঞ্চ পূজ্যোঽহং বর্ণাদীনাং ধনঞ্জয়।
মৎপূজনেন সর্ব্বার্চ্চা স্যাদ্ধ্রুবং নাত্র সংশয়ঃ ॥

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন— হে অর্জ্জুন! আমি তেত্রিশ কোটী দেবতাগণের, ঋষিসকলের, পিতৃগণের, দৈত্য-দানবাদি অসুরগণের, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের, আশ্রমীমাত্রের এবং অন্ত্যজাদি সকল জাতিরই একমাত্র পূজনীয় জানিবে। অতএব আমার পূজাতেই ইহাদের সকলের নিশ্চিতরূপে পূজা সিদ্ধ হয়। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

তবে যদি কোমলশ্রদ্ধ কোনও ভক্ত ভক্তিমার্গে প্রবেশার্থ অন্যদেবে ঈশ্বর-বুদ্ধিরহিত হইয়া ভগবদ্বিভূতিরূপে তাঁহাদিগকে জানিয়া ভগবৎ-প্রসাদাদির দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনাদি করেন, তাহা হইলে সেই সেই দেবতার নিকট ধন-পুত্র-কলত্রাদি প্রার্থনা না করিয়া একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই প্রার্থনা করিবেন। 'অন্যদেবে মাগি নিবে কৃষ্ণভক্তি-বর'।

সেইরূপ গৃহস্থ-বৈষ্ণবের লোকনিন্দাদি নিবারণার্থ পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে হইলেও ভগবৎ-প্রসাদান্নাদিদ্বারাই তাহা সম্পন্ন করিবেন। কখনও

স্মার্ত্তমতাবলম্বীদিগের মত আমিষাদি দিবেন না এবং একাদশ্যাদি উপবাস-দিবসে শ্রাদ্ধ করিবেন না।

শুদ্ধ-ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবের একমাত্র সেব্য শ্রীহরির অর্চ্চন-বন্দনাদি, মন্ত্র-জপ, লীলাকথা-শ্রবণাদি এবং ভগবদ্ভক্ত শুদ্ধ বৈষ্ণবের পূজাদি ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই। বরং তাঁহার পক্ষে অন্যদেবতার্চ্চনাদি, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, অভিলষিত ফল-কামনাপূর্ব্বক সঙ্কল্প-বাক্যাদি এবং কুশধারণ প্রভৃতি বহু কার্য্যই বর্জ্জনীয়রূপে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

সঙ্কল্পঞ্চ তথা দানং পিতৃ-দেবার্চ্চনাদিকম্।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেন্ন কুর্য্যাৎ কুশধারণম্॥ [স্কন্দ পুঃ রেবাখণ্ড]

অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত মানবমাত্রেরই অভিলষিত ফল-কামনাপূর্ব্বক সঙ্কল্প-বাক্য, সেইরূপ ভূম্যাদি দান, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, গণেশাদি সকল দেবতাগণের পূজা, নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যাদি নামাপরাধজনক সমস্ত কর্ম্ম, কুশধারণ এবং ভগবদ্ধর্ম্মে নিষিদ্ধ অন্যদেবতার প্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণরূপ নিষিদ্ধ যে-সকল কর্ম্ম, সে-সকলই অকরণীয় জানিবে। এ বিষয়ে বাশিষ্ট-সংহিতায়ও দেখা যায়—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী॥

অর্থাৎ বৈষ্ণব গৃহস্থগণ নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম্ম, দান, সঙ্কল্প, দেবতার্চ্চন ও পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিবেন না।

রুদ্রযামলে বর্ণিত আছে— বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুভিন্ন অপর দেবতার যদি মনে মনেও পূজা করেন, তাহা হইলে এই অপরাধ-হেতু তিনি নিশ্চিত অধঃপতিত হন। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ বলেন— শুদ্ধবৈষ্ণব কুশধারণ, সঙ্কল্প আচরণ, কাম্য মার্গের অনুসরণ ও শিবাদি দেবতার পূজার অনুষ্ঠান— ঐসকল কিছুই করিবেন না।

পদ্মপুরাণও বলিতেছেন— শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সঙ্কল্প, দান, কামনা, প্রায়শ্চিত্ত (স্মার্ত্ত-বিধানোক্ত), যাগ-যজ্ঞাদি কিছুই করিতে হয় না। কিন্তু ভগবৎ-পূজার আনুষঙ্গিক বৈষ্ণবের পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের সেবক সর্ব্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র। বৈষ্ণব কুশধারণ করিবেন না এবং কামনাযুক্ত সঙ্কল্পশূন্য হইবেন; কারণ তাঁহার অন্তরে বাহিরে শ্রীহরি রহিয়াছেন। বৈষ্ণব অন্য দেবতাগণের পূজা করিবেন না। তাঁহাদিগকে প্রণাম ও দর্শন করিবেন না। তাঁহাদিগের গান, নিন্দা, স্মরণ

ও উচ্ছিষ্ট ভোজন কিছুই করিবেন না। হে নারদ! অনন্য-শরণ, নিষ্ঠাবান্, মননশীল বৈষ্ণব অন্যদেব-সেবকের সঙ্গটী পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন। শ্রীসনৎকুমার সংহিতায়ও দেখা যায়—

নান্যঞ্চ পূজয়েদ্দেবং ন নমেত স্মরেন্ন চ।
ন পশ্যেন্ন চ গায়েচ্চ ন চ নিন্দেৎ কদাচন॥
নান্যোচ্ছিষ্টঞ্চ ভুঞ্জীত নান্যশেষঞ্চ ধারয়েৎ।
অবৈষ্ণবানাং সম্ভাষা বন্দনাদি বিবর্জ্জয়েৎ॥

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ কখনও অন্যদেবতার পূজা, প্রণাম, স্মরণ, দর্শন, গান, স্তুতি, নিন্দা — এসকলের কিছুই করিবেন না, তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন ও অবশেষ নির্ম্মাল্যাদি ধারণ সমস্তই ত্যাগ করিবেন এবং অবৈষ্ণব-মানবগণের সহিত সম্ভাষণ-বন্দনাদি পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিবেন।

বৈষ্ণবগণ কাহারও নিকট ঋণী নহেন

অত্রাবস্থায় প্রশ্ন হইতে পারে— মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র বা প্রামাণ্য পুরাণাদি-শাস্ত্রে দেখা যায়— ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণাশ্রমী জন্মমাত্রেই নানা স্থানে ঋণী হইয়া থাকে এবং তাহাদের অধীনত্ব লাভ করে। যথা—

দেবতা-পিতৃ-বন্ধুনামৃষি-ভূত-নৃণাস্তথা।
ঋণী স্যাত্তদধীনশ্চ বর্ণাদির্জন্মমাত্রতঃ॥ [বিষ্ণু-সংহিতা]

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত যে-কোনও মনুষ্য জন্মমাত্রেই দেবতাগণ, পিতৃগণ, পিতামাতা প্রভৃতি বন্ধুগণ, ঋষিসকল, অপর সর্ব্বপ্রাণিগণ ও মনুষ্য (অতিথি) সকল— এই ছয়টী স্থানে ঋণী হইয়া থাকে এবং তাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য আচরণের দ্বারা সকলের অধীনত্ব প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে এইসকল ঋণ-মুক্তির উপায়ও বলা হইয়াছে। যথা—

ঋণং দেবস্য যাগেন ঋষীণাং পাঠকর্ম্মণা।
সন্তত্যা পিতৃলোকানাং শোধয়িত্বা পরিব্রজেৎ॥

অর্থাৎ যজ্ঞাদি কার্য্যদ্বারা দেবঋণ, বেদাদিপাঠের দ্বারা ঋষিঋণ এবং পুত্র উৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করিবে। সেইরূপ আত্মীয় স্বজনের ভরণ-পোষণে বন্ধুঋণ, পশুপক্ষী প্রভৃতির উদ্দেশে অন্নাদি দানরূপ

ভূতযজ্ঞদ্বারা ভূতঋণ এবং অতিথি-সৎকারাদি কার্য্যদ্বারা মনুষ্যঋণ উত্তীর্ণ হইতে হয়। নতুবা এই সকল অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য অকরণ-জন্য নিশ্চয়ই গৃহস্থাশ্রমী মানবমাত্রই পাপভাগী হইবেন।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, ভগবন্নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত ঐকান্তিকভাবে ভজননিষ্ঠ গৃহস্থাদি বর্ণাশ্রমী ভিন্ন সাধারণ স্মার্ত্তমতাবলম্বী বর্ণাশ্রমীর জন্যই সেইসকল শাস্ত্রবচন প্রযোজ্য। বিষ্ণুভক্ত এবং নিত্যভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবের যে এইসব কিছুই করিতে নাই, শ্রীমদ্ভাগবতই তাহা বর্ণন করিতেছেন। যথা—

দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং, গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

[ভাঃ ১১।৫।৪১]

অর্থাৎ করভাজন ঋষি বলিতেছেন— হে নিমি মহারাজ, যিনি শুদ্ধভক্তের ভূমিকায় আরূঢ় হইয়া নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বতোভাবে একমাত্র আশ্রয়ণীয় মুকুন্দেরই শরণাগত হইয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বদা ভগবদ্-ভজন-নিষ্ঠ, তিনি দেবতাগণ, ঋষিগণ, ভূত-সকল, স্ত্রী-পুত্রাদি আপ্তজন, অতিথি বা অভ্যাগতজন ও পিতৃগণ এই সকলের কাহারও নিকট ঋণী নহেন এবং তিনি তাঁহাদের কিঙ্করও হন না। এই শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য দ্বারা শুদ্ধভক্তগণের নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত অবশ্য করণীয়রূপে বিহিত কর্ম্মের অকর্ত্তব্যত্ব উক্ত হইল।

অনন্যভক্তের পাপাদি অনর্থ বিঘ্নকারী হয় না

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে— এই সকল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমী মাত্রেরই 'ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে' ইত্যাদি শ্রীগীতাবাক্য এবং 'তাবৎ কর্ম্মানি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা' ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যের দ্বারা ভগবান্ নিজেই অবশ্য-করণীয়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহার বাক্যের অন্যথা আচরণে নিশ্চয়ই সেবাপরাধী হইতে হইবে। এইরূপ সাধারণ কর্ম্মিগণের কর্ম্মাসক্তিরূপ ভ্রান্তি নির্ম্মূল করিবার জন্যই নিমি রাজের অন্তরে এইপ্রকার প্রশ্নোদয় হইলে করভাজন ঋষি রাজার প্রশ্নের কথা স্বতঃই অন্তরে জানিয়া, অনন্য ভক্তের যদি কখনও কোন নিষিদ্ধ (পাপ) বা সেবাপরাধ-জনক কর্ম্ম দৈবাৎ সংঘটিত

হইয়া যায়, তথাপি তাঁহার তজ্জন্য স্মার্ত্তবিধানোক্ত প্রায়শ্চিত্তাদির প্রয়োজন নাই, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়া দিতেছেন। যথা—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য, ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

[ভাঃ ১১।৫।৪২]

অর্থাৎ যিনি অনন্যভাবে ভগবানের পদকমলযুগলের আরাধনা করেন তাদৃশ প্রিয়ভক্তের এই সকল নিত্য-নৈমিত্তিকাদি বিহিত কর্ম্মের অকরণে কোনও পাপই হয় না। নিষিদ্ধ মহাপাতকাদি পাপকার্য্য জন্য পাপ এবং ভগবদাদেশাদি লঙ্ঘনের জন্য সেবাপরাধ না হইবার কারণ কি? তদুত্তরে ঋষি বলিতেছেন, শ্রীভগবান্—'হরি' অর্থাৎ পাপাদি হরণকারী এবং তিনি 'পরেশ'। 'পরেশ' শব্দের তাৎপর্য্য— পরশমণি যেমন স্পর্শমাত্র লৌহকেও স্বর্ণে পরিণত করে, সেইরূপ ভক্তের হৃদয়স্থ ভগবান্ পাপী-তাপী সকলকেই স্বতুল্য পবিত্র করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভক্তের যদি দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধ কর্ম্মাদি জন্য পাপাদি উপস্থিত হয়, তখন ভক্তের হৃদয়স্থিত ভগবান্ তাঁহার সেই পাপাদি তৎক্ষণাৎ নাশ করিয়া তাঁহাকে বিশুদ্ধ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল করেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতেও ভগবান্ বলিতেছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥ [গীঃ ১৮।৬৬]

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে পূর্ব্বশ্লোকে একমাত্র তাঁহারই পূজা, চিন্তা, সেবন ও প্রণামাদি করিবার উপদেশ প্রদান করতঃ গীতার সার-বাণীরূপে সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ বলিতেছেন— হে অর্জ্জুন, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি বিধি-বাক্যের কিঙ্করত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর। আমার প্রতি ভক্তির দ্বারাই তোমার সকল কৃত্য সম্পন্ন হইবে। কর্ম্ম বা দেহ-মনোধর্ম্ম ত্যাগের জন্য পাপ হইবে বলিয়া দুঃখ করিও না। তথাপি যদি পাপ হইবে বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও আমি তোমাকে সেইসকল পাপ হইতে মুক্তিদান করিব।

"কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং" [অথর্ব্ববেদ], "জন্মাদ্যস্য যতঃ" [বেদান্তসূত্র], "অহং বীজপ্রদঃ পিতা" [গীতা], "হরিরেব সদারাধ্য সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ" [পদ্মপুরাণ], "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ" [ব্রহ্মসংহিতা], "এতে

চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'' [ভাঃ ১।৩।২৮] প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যানুসারে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নিত্যপিতা, পরমেশ্বর ও সর্ব্বারাধ্য-তত্ত্ব; অর্থাৎ সকলেরই আরাধ্য বা নিত্য উপাস্য তাহা বিশেষভাবে জানা যায়।

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বজীবের একমাত্র সুহৃদ্ ও পরমমহাক্ষমাশীল। তিনি সর্ব্বাবস্থায় শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই হিতকারী। দেবদেবীগণ যেমন পরমাত্মা বা অন্তর্যামী নহেন বলিয়া প্রকৃত প্রিয় নহেন, সেইরূপ তাঁহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বরও নহেন। পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ক্ষমার মূর্ত্তি; সেবকের গুরুতর অপরাধও গ্রহণ করেন না। কিন্তু দেবতাগণ পূজায় অঙ্গহানি বা সামান্য ত্রুটিও সহ্য করিবেন না, পরন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপও দিতে পারেন। কংস, শিশুপাল ও পৌণ্ড্রকাদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কত শত্রুতাচরণ করিয়াছে, তথাপি কাহাকেও তিনি কখনও অভিশাপ দেন নাই। যে-যখন অন্যায় আচরণের সীমা অতিক্রম করিয়াছে তখন তাহাকে অগত্যা বধ করিয়া মুক্তি দান করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার অনন্ত গুণের মধ্যে 'হতারিগতিদায়কত্ব' নামে একটি বিশেষ গুণ মনীষি বা মহাজনগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ভৃগুমুনির 'কে ভগবান্' বা 'সর্ব্বারাধ্য-তত্ত্ব কোনটি' পরীক্ষায় ভগবানের ক্ষমা-গুণের পরাকাষ্ঠা বিশেষভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি এইরূপ ক্ষমা-গুণ-বারিধি বলিয়াই সর্ব্ববরেণ্য। তিনি কখনও কাহাকেও কোনরূপ শাপদান করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। শত্রু-মিত্রে তাঁহার সমদৃষ্টি, ইহাও তাঁহার একটি বিশেষ গুণ। এই প্রসঙ্গে ভারতসম্রাট্ শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্নটি আলোচ্য। যথা—

সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্ব্রহ্মন্ ভূতানাং ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রস্যার্থে কথং দৈত্যানবধীদ্বিষমো যথা॥ [ভাঃ ৭।১।১]

অর্থাৎ, অনন্ত-গুণ-বারিধি ভগবানের তিনটি গুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, তিনি সকলের প্রিয় ও সুহৃদ্। তবে কিজন্য তিনি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দৈত্যগণকে বধ করেন? ঐরূপ কার্যে তাঁহার সমত্ব গুণটি কিরূপে স্বীকার করা যায়? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব গোস্বামীপ্রভু বলিয়াছেন— ইহা কালের গুণানুসারে সংঘটিত হয়। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি সময়ে দেবতাগণ ভগবৎ-সাহায্যে জয়ী হন, রজোগুণের বৃদ্ধি-সময়ে সেইরূপ অসুরগণ জয়ী হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধি-সময়ে যক্ষ-রক্ষগণের জয় হয়। এই সকল কার্য্যে ভগবানের কোনও পক্ষপাতীত্ব দোষ নাই।

দেবদেবীগণ কেহই প্রভুতত্ত্ব বা ভগবান্ নহেন পরন্তু ভগবানের ভক্ত— নিত্যপ্রভু ভগবানের সেবক বা সেবিকা। এইজন্য ভক্তবুদ্ধিতে তাঁহারা পূজ্য, প্রণম্য বা আদরণীয়। এই প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণ বলেন— "হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মারুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥" অর্থাৎ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর শ্রীহরিই সকলের আরাধ্য। এইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী-মাত্রেরই তাঁহার আরাধনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তদ্ভক্ত ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণকে কখনও অবজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন— "ব্রহ্মা, শিব— আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার । পালনার্থে বিষ্ণু— কৃষ্ণের স্বরূপ আকার ॥" [চৈঃ চঃ] গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন— 'অহং আদির্হি দেবানাম্' অর্থাৎ আমিই সমস্ত দেবতার আদি বা মূল।

দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ভগবান্ বিচারে দেবতার উপাসকগণ তাঁহাদের উপাসনা বা অর্চ্চনাদি করিয়া মোক্ষ লাভ করা দূরে থাকুক তাঁহারা বিষ্ণু বিদ্বেষী হইয়া জগতের কিরূপ অহিতকারী ও নিজ নিজ উপাস্য দেবতারই অপ্রিয়ভাজন এবং উদ্বেগ-দানকারী হন, তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে আছে। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত বাণাসুর, বৃকাসুর প্রভৃতির উপাখ্যান প্রমাণ হিসাবে বিশেষভাবে আলোচ্য। ভগবদ্বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরগণের পরিণামে বিনাশই দেখা যায়।

সুতরাং সকল বেদানুগ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও সামঞ্জস্য সম্যক্ বিবেচনা করিয়াই আরাধ্য বা উপাস্য নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। স্কন্দপুরাণে দেখা যায়—

শিবশাস্ত্রেষু তদ্‌গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রোপযোগী যৎ।
পরমো বিষ্ণুরেবৈকং তদ্‌জ্ঞানং মোক্ষ-সাধকম্।
অন্যথা মোহনায় হি বর্জ্জয়েত্তান্ বিচক্ষণঃ॥

শিবশাস্ত্র হইতে ভগবৎ বা সাত্ত্বিক শাস্ত্রোপযোগী বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয়। কারণ বিষ্ণুই একমাত্র পরম দেবতা; তাঁহার জ্ঞান, ভজন ও অর্চ্চনাদি কার্য্যই মোক্ষসাধক বা মায়ামুক্ত হইয়া নিত্যসুখী হইবার উপায়। বিষ্ণু বা বিষ্ণুতত্ত্বের মূল শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবতার প্রাধান্যসূচক প্রমাণাদি মানবের মোহ উৎপাদনের জন্যই উল্লিখিত হইয়াছে জানিতে হইবে। বিচক্ষণ বা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা সর্ব্বতোভাবেই পরিত্যাগ করিবেন।

ইষ্টদেবগণের কৃপাভিক্ষামুখে 'সর্ব্বারাধ্য-তত্ত্ব' বিষয়ের উপসংহারে পদ্মপুরাণের একটি শ্লোক উল্লেখ করিতেছি—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম
ব্যাপারেষু বিবেকিনাং ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে।।

[পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড ৫৯।২৭]

অর্থাৎ যমরাজ বলিলেন— অন্যান্য পুরাণ ও তন্ত্রসকল চরাচর জগৎকে মোহিত করিতে থাকুক এবং সেই সেই দেবতাকে পরম অর্থাৎ একমাত্র উপাস্য বলিয়া কল্পে কল্পে নির্দ্দেশ করুক; কিন্তু নিখিল পুরাণ-তন্ত্রের মত একত্র সংমিশ্রণ পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই সিদ্ধান্তরূপে প্রমাণিত হয় যে, ভগবান্ বিষ্ণু বা বিষ্ণুতত্ত্বের মূল শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বাবস্থায় সকলের উপাস্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন।

বিষ্ণুতত্ত্বের মূল হইলেন— স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। জগদ্গুরু ব্রহ্মা ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে বলিয়াছেন— "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।" অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর বলিয়া পরমেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন, সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর।।
ব্রহ্মা, শিব— আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু— কৃষ্ণের স্বরূপ আকার।।
স্বরূপ— ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, কৃষ্ণসম প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ, বেদে হেন গায়।।" [চৈঃ চঃ]

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই অদ্বিতীয় বা অসমোর্দ্ধ ভগবান্। অদ্বয়ম্— অসমাধিকম্। [ভাঃ ১।১।১১ শ্রীমাধ্বভাষ্য] 'অদ্বয়' অর্থে অখণ্ড, অদ্বিতীয়, অসমোর্দ্ধ। গৌর-কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব প্রভু বলেন— "অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ংসিদ্ধ তাদৃশাতাদৃশ তত্ত্বান্তরাভাবাৎ, স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ।" [তত্ত্বসন্দর্ভ]

অতএব স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বতঃসিদ্ধ অনাদি স্বয়ং-ভগবান্ পরমেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়তত্ত্ব অর্থাৎ অসমোর্দ্ধতত্ত্ব বলিয়া সর্ব্বারাধ্য। বাসুদেব ও নারায়ণ-রামাদি কেহই নন্দনন্দন কৃষ্ণের ন্যায় স্বয়ংসিদ্ধ নহেন। কারণ তাঁহাদের মধ্যে কেহ প্রকাশ, কেহ বিলাস এবং কেহ তাঁহার অংশ বা কলা। সেই কৃষ্ণই কৃষ্ণনামরূপে অবতীর্ণ। নাম ও নামী অভিন্ন এবং হরিনাম-সংকীর্ত্তন কলিযুগধর্ম্ম বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু (যিনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ) স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক স্বকৃত শ্রীশিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন— "**কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।**" নিরন্তর হরিনাম গ্রহণ করা কলিযুগবাসী সকলেরই উচিত। এই প্রসঙ্গে বৃহন্নারদীয় পুরাণের উদ্ধৃতি দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন— "**হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥**" অর্থাৎ কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম এই কলিকালে। নিত্য মঙ্গললাভের, নিত্য শান্তিলাভের ও সংসার হইতে মুক্তির আর কোন পন্থা বা রাস্তা নাই— নাই— নাই। "নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম। সর্ব্বমন্ত্রসার নাম— এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥" [চৈঃ চঃ] এই কলিকালে শ্রীনামভজনই শ্রীকৃষ্ণভজন এবং হরিনাম সর্ব্বমন্ত্রসার বলিয়া সাধু-গুরুর আনুগত্যে শ্রীনামগ্রহণই প্রকৃত ধর্ম্ম।

শ্রীনামগ্রহণের প্রণালীটি শ্রীশচীমাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন যে—

"**মনে চিন্ত কৃষ্ণ, মাতা, মুখে বল হরি।**"

অর্থাৎ হে মাতঃ! নামকীর্ত্তনমুখে হৃদয়ে ভগবানের ভজনা কর। তাহাতেই মঙ্গল ও সিদ্ধি হইবে।

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন—

"**হৃদয়স্থ ভগবানের কথা স্মৃতিপথে রাখিয়া নাম করিলে শীঘ্রই মঙ্গল হয়।**

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন—

"আর্ত্তির সহিত হৃদয় দিয়া হৃদয়স্থ ভগবান্‌কে ডাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপা পাওয়া যাইবে।

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরমেশ্বর ও সর্ব্বদেবেশ্বর বলিয়া তাঁহার আরাধনা বা সেবাতেই সকল দেব-দেবীগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং সর্ব্ব-কর্ম্ম কৃত হয়। তজ্জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে কাশীতে বলিলেন— "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়"। [চৈঃ চঃ] গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন— "অহং আদির্হি দেবানাম্।" অর্থাৎ আমিই দেবগণের আদি বা মূল। "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥" [গীতা ১০।৮] অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, আমিই সকলের উৎপত্তিস্থান এবং আমা হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ ইহা জানিয়া প্রীতির সহিত আমার ভজনা করেন। "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥" [গীতা ৯।২৪] অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আরও বলিতেছেন— আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা প্রভু। দুর্ভাগাগণ তত্ত্বতঃ ইহা জানে না বলিয়া অধঃপতিত হয়।

সুতরাং সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রবাক্য এবং মহাজনগণের আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে যে— নানা দেব-দেবীর পূজাদি করিতে না গিয়া সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বপ্রিয়, সর্ব্ববরেণ্য, সর্ব্বমঙ্গলময়, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ও সর্ব্বারাধ্য স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা বা আরাধনা করাই মানবমাত্রের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাই সংসার হইতে মুক্তি, পরমার্থ লাভ— প্রকৃত সুখ বা শান্তিলাভের একমাত্র ও সহজ পন্থারূপে মনীষিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সমাপ্ত